দাতা পরীক্ষা নাটক।

"দুঃখ পাওয়ে তো হরিভজে,
সুখে না ভজে কোই,
সুখমে যো হরিভজে,
দুঃখ কাঁহাসে হোই।"

তুলসীদাস।

৩৬৪৭

সিমুলিয়ার খ্যাতনামা,
৺ কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র,
"ধর্ম্ম পরীক্ষা" ও "কলির অবতার" প্রণেতা,

শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত
ও
প্রকাশিত।
১৯ নং নিলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট।

কলিকাতা,
৫৪/২/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, আর্য্য-যন্ত্রে,
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬ সাল।

উৎসর্গ পত্র।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু।

প্রণামা শতকোটী নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ—

মহাশয়! আপনি আমায় অকৃত্রিম ভাল বাসেন ও পুস্তকাদি রচিতে বরাবর উৎসাহ প্রদান করেন। এ পৃথিবীতে আপনি আমার পরম হিতৈষী, সেই সজ্জনতার গুণে উৎসাহিত ও পরমাপ্যায়িত হইয়া অদ্য আপনার পবিত্র নামে আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি উৎসর্গীকৃত করিয়া আপনার করে অর্পণ করিলাম। আশা করি, সফল-মনোরথ হইব, আপনি এখানিও আদ্যোপান্ত অবশ্য পাঠ করিয়া উৎসাহ দানে কৃতকৃতার্থ করিবেন। ধর্ম্ম পরীক্ষার সময় মহাশয় আমায় বড়ই উৎসাহিত করেন, সে ঋণ আমি জন্মেও ভুলিব না। নিবেদন ইতি ৮ই, অগ্রহায়ণ, ১২৯৬।

নিতান্তানুগত,

শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র।

উপহার পত্র।

—•····—

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত বাবু অমরকৃষ্ণ মিত্র খুল্লতাত মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু।

হে তাত!

পূজে লোকে দেব ভাবি মৃণ্ময় পুত্তলী,
কিন্তু আমি হৃদয় মন্দিরে তোমা ভাবি
নর রূপী দেব এ সংসারে,
তেঁই পূজী,
ভক্তিভরে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ।
ভক্তিভরে ভক্তিময় এ হৃদয় ক্ষেত্রে,
রোপেছিনু ভক্তি বৃক্ষ—
এতদিনে প্রভু! সেই বৃক্ষে,
ফলিয়াছে ভক্তিময় দিব্য ফুল ফল।
শ্রমরূপী ফল, আর এই—
ভক্তিরূপী কবিতা কুসুম;
দিব ভেট শ্রীচরণে।
মন চাহে এবে হাসিতে হাসিতে,
সাধনের ধন এ "দাতা-পরীক্ষা,"
ক্ষুদ্র গ্রন্থ মম,

ভক্তি উপহার রূপ দিব তব পদে।
যথা, দেব কাছে ভক্ত বৃন্দে,
মনসাধে দেয় পুষ্পাঞ্জলী,—
আমিও তেমতি দি'নু তবপদে—
ভক্তিময় এ কবিতাকুসুম,
কিন্তু হায়! এ মিনতি দেব!
এ ভক্তের তুচ্ছ দান ভাবি,
ঠেল না হে শ্রীচরণে, শেষ—
কৃপা দৃষ্টি রেখ অভাগায়!

কলিকাতা, ২৩।১১।৮৯। — আপনার স্নেহের ভ্রাতৃপুত্র, শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গুরু মহাশয়
শ্রীচরণকমলেষু।

দেব!

"দাতা পরীক্ষা" নামে এ গ্রন্থ আমার,
অর্পিনু তোমার করে ধর উপহার।

কলিকাতা, সিমুলিয়া, ২৩।১১।৮৯। — আপনার দীন শিষ্য। গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

বিষ্ণু,

কর্ণ,

বৃষকেতু,

শ্রীকৃষ্ণ, (বৃদ্ধবিপ্ররূপী)

দ্বারী,

সভাসদ্‌গণ

বন্দীগণ,

বালকগণ,

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ বালক।

টিকেওয়ালা,

মুচি, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

লক্ষ্মী,

পদ্মাবতী,

সখী ও দাসী ইত্যাদি।

একটী কথা।

আধুনিক নব্যসম্প্রদায়ের মতানুযায়িক এই গ্রন্থের দ্বিতীয়াঙ্কের ১ম দৃশ্যে রাজপথ দৃশ্যপটে যৎকিঞ্চিৎ হাস্যামোদ দেওয়া গেল; যাঁহার অভিরুচি হয় তিনি ও দৃশ্যটী সমস্ত রাখিয়া অভিনয় করিতে পারেন; আর যাঁহারা ভিন্নরুচি হইবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ও স্থানটী পরিত্যাগ করিয়া অভিনয়, কিম্বা পাঠ করিতে পারেন। ইতি—

গ্রন্থকার।

প্রস্তাবনা।

—০:::০—

বিষ্ণুলোক।

বিষ্ণু ও লক্ষ্মী আসীন।

(বন্দিগণের প্রবেশ।)

১ম নং গীত।

বন্দিগণ— জয় নিত্য নিরঞ্জন, নিখিলজনরঞ্জন,
জগজ্জন সৃজনকারণ।
নির্ব্বিকার, নিরাধার,
সরাৎসার, সত্য সনাতন।
সর্ব্বব্যাপি, সর্ব্বময়,
সর্ব্বজন, স্থিতি লয়,
অনাদি অনন্ত অচিন্তন।
কিবা রূপ নিরূপম, নবীন নীরদ সম,
কটীতটে কৌশিক বসন।
হৃদপদ্ম মধ্যস্থলে, বিরাজিত কুতূহলে;
জগজ্জন নিয়োগ কারণ॥

লক্ষ্মী— নাথ!
বিরস বদন আজি কেন হেরি?
চিন্তামণি,
কি চিন্তায় তব মানস মগন,
না জানি কারণ কহ জীবিতেশ?

বিষ্ণু— আনন্দদায়িনী, চৈতন্যরূপিনী,—
তুমি যথা চিরানন্দ তথা সর্ব্বক্ষণ;

নিরানন্দ তব অদর্শনে।
কিন্তু ভাবি কেমনে তোমায়,
ছাড়িয়া রহিব মর্ত্তে কিছুদিন,
সেই হেতু মম মানস অস্থির।

লক্ষ্মী— কেন নাথ!
ত্যেজিবে আমায়?
না ছাড়িব তোমা কভু,
তিলেক বিচ্ছেদ তব
না পারি সহিতে।
পুরুষের কি কঠিন পরাণ!
মধ্যে মধ্যে কেন দুঃখ দেও অবলায়,
চির অভাগিনী আমি।

বিষ্ণু— কেন প্রিয়ে!
হওগো কাতরা,
ত্বরায় ভেটিব তোমা,
হাসি মুখে দেওলো বিদায় সুলোচনে,
যাই এবে পৃথ্বিমাঝে
হস্তিনানগরে,
পরীক্ষিতে বিপ্রবেশে
কর্ণ মহারাজে,
দাতা বলে যেই জগতে বিখ্যাত;
দান, ভক্তি, তার হেরিতে বাসনা।
কিন্তু প্রিয়ে, শুন :—
অতি দান, অতি ভক্তি—
কিছু ভাল নয়,

এই শিক্ষা দিব দাতাকর্ণে।
পুত্র তার বৎস বৃষকেতু,
পরম ভকত মোর,
ডাকে সকাতরে হরি হরি বলে,
ভক্তের ক্রন্দন আর
না পারি সহিতে,
তার লাগি এবে অস্থির অন্তর ;
পুরাব বাসনা, সে জনার অচিরায়।
তেঁই প্রাণ চাহে ভক্তে দিতে দেখা,
এই হেতু যাব অবনীতে।

লক্ষ্মী— চক্রী,
তব চক্র বুঝাভার।
ছলনা তোমা'রি সৃজন,
ছল খেলা খেল কতবার,
ভুলাতে ভক্তের মন।
কিন্তু হায়! ভয় হয় পাছে,
বলির বিভ্রাট কথা স্মরি ;
এ ভক্তেও বুঝি করহে তেমন।
দয়াময়, বুঝে কর কাজ ;
ভকত বৎসল, দয়াময় নামে
কলঙ্ক না প'শে যেন।

বিষ্ণু— প্রিয়ে!
ভক্তিই মুক্তির সোপান,
ভক্ত মন তুষি নানা মতে ;

নানা ভরে দিই তারে ব্যাথা,
পাই ব্যাথা আমিও অন্তরে ;
শুদ্ধ পরীক্ষার কারণ।
প্রকৃত ভকত বিনা,
কেহ মোরে নাহি পায় ;
যেন, দুঃখ বিনা সুখ নাহি মিলে।
থাক্ তবে ও সকল কথা,
প্রিয়ে ! আসি তবে এবে ?

লক্ষ্মী— নিবেদন শুন নারায়ণ !
ভক্ত প্রাণে না দিও হে ব্যাথা,
ভক্ত ব্যাথা লাগে মোর প্রাণে।
এস তবে নাথ !
কিন্তু মর্ত্তে যেয়ে যেন,
ভুলোনা দাসীরে।

বিষ্ণু— প্রিয়ে!
ও চারু বয়ান,
ভুলিতে কি পারি কভু ?
কি করিব হায় !
এ দাতা পরীক্ষা কার্য্যই আমার,
নতুবা তিলেক তোমা,
ছাড়িতে না পারি।

সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপন)

দাতা পরীক্ষা নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হস্তিনাপুরী—রাজন্তঃপুর।

পদ্মাবতী পূজায় নিবিষ্টা।

পদ্মা— (পূজা সাঙ্গে করযোড়ে)

২য় গীত।

কোথা হরি, দুঃখ হারি শ্রীমধুসূদন।
ডাকি তোমা সকাতরে,
স্বামী পুত্র পরিবারে;
কৃপা করি মোসবারে, দেও দরশন॥
দেও নাথ, দেখা দেও,
ভব বন্ধন ঘুচাও,
আর এ সংসারে রাখি,
করনা হে জ্বালাতন॥

দয়াময় হরি!
দেও দেখা এ অধীনে।
ভক্তিভাবে পূজি প্রতিদিন,
তবু কি পাবনা দেখা?
নিঠুর হে দুর্ব্বাদল শ্যাম,
ঘুচাও ভবের দুঃখ,
ভবের ব্যাথা দুঃখহারি;
হায়! কোথা হরি পতিত-পাবন?

দৈববাণী।

"ধন্য সতী পদ্মাবতী তুমি,
হরিদাস পুত্র তেঁই,
ধরেছিলে ও জঠরে।
মহাপুণ্যবান পুত্র তব,
যার ভক্তি সাধনায়,
বান্ধিয়াছে মোরে ভক্তি ডোরে;
ধন্য কর্ণ মহারাজা,
হেন ভক্ত শিশু জন্মদাতা যিনি।
রাণী!
না হও কাতর,
পাবে দেখা মোর অচিরায়,
বিপ্রবেশে তোমারি দুয়ারে।"

পদ্মা— শ্রীমধুসূদন!
হায়! পাপ চক্ষে নাপেনু হেরিতে,
তব সেই রাঙ্গা শ্রীচরণ,

বড় অভাগিনী আমি।
কিন্তু এবে শুন, উদ্দেশে করিনু
সাষ্টাঙ্গে প্রণতি ও রাজিব পদে।
প্রভু!
লওনা দাসীর অপরাধ!
আহা! পরম দয়াল হরি,
দিবে দেখা এ অধীনে,
সৌভাগ্য উদয় মোর এতদিনে!
সার্থক জনম মম,
সার্থক মোর হরি পূজা,
সার্থক মোর পতি সেবা,
সার্থক মোর বৃষকেতু বাপ্ ধন!
কোথা বাবা এ সময়!
এস হে কান্ত এবে,
এতদিনে ভব পন্থাশ্রম,
মোদের ঘুচিবে হে ঘুচিবে সুনিশ্চয়!
আহা! পূর্ব্বজন্ম সুকৃতিবলে,
তোমা হেন ভাগ্যবান স্বামী
পেয়েছি হে,
এস সুখে পদ সেবা করি,
সতী নারী আর কিবা চায়,
সুধু চায় স্বামীর প্রসাদ;
প্রার্থনা তোমার ঐ শ্রীচরণ।
বৎস বৃষকেতু, দুঃখিনীর ধন!

আয় বাছা এ সময়,
দেখা দে, দেখা দেরে বাপ্,
অভাগিনী জননীরে তোর!
ঘুচাও মনের দুঃখ,
আয় কোলে অঞ্চলের ধন,
যাদুমণি!
সুশীতল কর বাপ্,
চুমুদিয়ে বসি মার কোলে।
বলি কেমনেরে বাছা,
ভুলালি ভকতরঞ্জন শ্রীমধুসূদনে!
হরি হে দীনবন্ধু!
রক্ষা কর বাছারে আমার!

(বৃষকেতুর প্রবেশ।)

বৃষ— কেন মা ডাকিস আমারে?
হরি হরি বলে কেন মা,
কাঁদিস সতত?
হরি তোর কে মা?
কোথা মা তাহার বাস?

(চঞ্চলভাবে পরিক্রমণ।)

পদ্মা— আয় বাপ্, অঞ্চলের ধন!
কোথা ছিলি এতক্ষণ যাদুমণি?
মণিহারা ফণি সম তোর অদর্শনে।

বৃষ— খেলাতে গেছিনু মা,

সঙ্গিদল সাথে,
"ঠাকুর ঠাকুর" খেলা বড় ভাল বাসি।
মা! বল্‌না হরি কেবা তোর্?

পদ্মা— আরেরে নির্ব্বোধ শিশু!
জাননা কি হরি কোন্ জন?
হরি দয়াময়, ভুবন পাবন,
সর্ব্বপিতা, বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর তিনি।
বল্ বাপ, সত্য করি, হরিরে আমার
চিনিস্ কি, না চিনিস তুই;
কিন্তু হরি তোরে চিনেন রে বাপ্!

বৃষ— এবে মা, পারিনু চিনিতে।
দ্যাখ মা,
যবে মোরা কেষ্ট ঠাকুর নিয়ে,
গহন কাননে সঙ্গি মিলি খেলা করি,
নানাফুলে সাজাই সে,
মাটীর পুঁতুলে;
মালা গাঁথি কভু দিই তার গলে,
কিন্তু সেই মালা দেখি,
এক শিশু আসি কাড়ি দেয় গলে;
বলে "আমিই তোদের ঐ কৃষ্ণঠাকুর,
দেরে দে, ফুলসাজে সাজায়ে মোরে"।
আর বলে, "আমি শিশু সাথে
খেলা বড় ভালবাসি"।
হ্যাঁমা! সেই কি তোর হরি?

পদ্মা— ধন্য ! ধন্য ! সুকুমার,
সার্থক জনম তোর্।
এতদিন ভক্তিভাবে পূজি,
যাঁর না পাইনু দেখা,
তুই তাঁর সাথে খেলিস্‌রে বাপ্‌ধন ?
হ্যাঁ বাপ্‌! সেই মোর হরি,
তাঁরে বাপ্‌, পারিস কি দেখাতে ?

বৃষ— না, মা ! পারিনা দেখাতে।

পদ্মা— কেন বল যাদু,
না পারিস দেখাতে আমায় ?

বৃষ— কেমনে পারিব মা ?
খেলা শেষে কোথা যায় সে চলি
না পাই হেরিতে।

পদ্মা-(স্বগত) ভাল খেলা খেল শ্রীহরি,
আমার যাদুর সনে।
হায় ! অভাগিনী আমি,
কেমনে পাইব দেখা।

(গোপনে রোদন।)

বৃষ— কেন মা কাঁদিস্ তুই,
আচ্ছা চেষ্টা করে যদি পারি,
এককালে লুকায়ে দেখাব তোমায়।
কাঁদিস্ না মা, আর।

(হস্তদ্বারা চক্ষু মুছাইয়া)

কুঞ্জবনে যাই মা খেলিতে আবার,
ওই আসে মোর সঙ্গিদল।

(ব্যস্তভাবে পরিক্রমণ।

পদ্মা— ক্ষণেক তিষ্টহ বাছা,
নয়নভরি হেরি তোর চাঁদমুখ।
বাপ্‌রে, সতত চঞ্চল তুই,
সাবধানে যেও সঙ্গিসনে,
খেলিতে সে কুঞ্জবনে।

বৃষ— ভাল, তাই যাব মা।

(সঙ্গীদের দেখিয়া আহ্লাদে)

আয়রে আয় ভাই,
সবে খেলা কত্তে যাই। (নৃত্য)

কতিপয় শিশুর গীত গাহিতে২ প্রবেশ।

৩ নং গীত।

বালকগণ— চল ভাই খেলি গিয়ে গহন কাননে,
তুলি ফুল ভরি ডালা,
মনসাধে গাঁথ্‌বো মালা ;
সাজাব সে মাটীর পুঁত্তল অতি যতনে।

বৃষ— আজ মা!
আনন্দে খেলিব সবে গহন কাননে।
চল সবে তুলিগে বাগানে ফুল,
মনসাধে সাজাব ঠাকুরে।

১ম,বাল— সাজিভরা ফুল, কত যে তুলেছি,
তুই গেলে ভাই করিব খেলা ;
বকুলে পারুলে, সেফালি কমলে
গাঁথিব সবাই সুন্দর মালা ॥

বালকগণ— হ্যাঁ, ভাই বৃষ !
আজ কি আনন্দের দিন !
কিন্তু আজ ভাই,
তোমারেও সাজাব আমরা !
ক্রীড়াস্থলে ফুলে ফুল
দিব ছড়াছড়ি।

(বালকগণ বৃষকেতুকে লইয়া গীত গাহিতে২ প্রস্থান)

৪ নং গীত।

কুসুম কাননে, কুসুম ভূষণে,
সাজিব সবেরে আজি।
পারুলে বকুলে,সেফালি কমলে,
থরে থরে ভরি সাজী।
সাজাব ঠাকুরে, মাতাব ভ্রমরে,
সৌরভে ভরিয়ে বনরাজি।
এস সবে মিলি, করে করে ধরি,
ঘুরে ফিরে হরিনাম করি।
কৃষ্ণ গুণ গানে, মাতায়ে পরাণে;
নাচিব সবেরে আজি ॥ (প্রস্থান)

পটক্ষেপন।

প্রথম অঙ্ক।

—*০০০*—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজঅন্তঃপুরস্থ ক্ষুদ্র গৃহ।

(পদ্মাবতী একাকী আসীনা, ও দাসীর প্রবেশ।)

দাসী— দেবী!
বাড়িছে বিষম বেলা,
আহারান্তে সুখে নিদ্রা যাও গৃহে,
কেন বৃথা বসিয়া হেথায়?
না'জানি কতই ভৎসিবেন রাজা,
যদ্যপি শুনেন তুমি অনাহারি এবে।

পদ্মা— কিঙ্করী! বড়ই বিভ্রাট উপস্থিত।
বাছা মোর সঙ্গীদল সাথে,
গিয়াছে খেলিতে কোন্ নিকুঞ্জ কাননে,
কিন্তু কেন না ফিরিল এতক্ষণে?
না'জানি অশুভ কোন ঘটেছে নিশ্চয়!
অস্থির হতেছে মন,
যাও তুমি অবিলম্বে,
যথা পার আনি দেও মোর
অঞ্চলের ধন বৃষকেতু।
খেলায় বিভোল যাদু

এখন খায়্নি অন্ন,
হায়! কেমনে জননী হয়ে
অগ্রে তার করিব ভোজন?

দাসী— বড় ক্রীড়াপ্রিয় শিশু তব,
খেলা পেলে কিছু নাহি চায়।
ব্যাগ্র ভাবে ওই আসে রাজা,
যাই এবে আমি।

(দাসীর প্রস্থান।)

(কর্ণের প্রবেশ।)

কর্ণ— রাণি!
কোথা মোর বৃষকেতু?

পদ্মা— বহুক্ষণ গেছে শিশু
সঙ্গীসনে খেলিতে কাননে,
বাড়িল এতেক বেলা;
কিন্তু না'জানি কেন
প্রত্যাগত হয়নি এখন।
তেঁই মন হইল উতলা,
এই মাত্র প্রেরিলাম দাসী,
আনিতে বাছা রে।

কর্ণ— বড় দুষ্ট শিশু সেই,
এখন খায়নি অন্ন?
মত্ত রহে ক্রীড়ামোদে?
খালি খেলা এত ভাল নয়!

উত্তীর্ণ সে এবে পঞ্চম বৎসরে,
শিক্ষা হেতু দিব পাঠশালে।
লেখা পড়া যদি নাহি শিখে,
মূর্খ হয়ে থাকিবে সংসারে।
যা'হোক পিতার উপযুক্ত কার্য্য করি,
অদৃষ্টে যা আছে শেষ ঘটিবে নিশ্চয়।

পদ্মা— পিতার কর্ত্তব্য কাজ করিবে অবশ্য,
কিন্তু তারে তুমি যেন ক'রনা পীড়ন।
সার্থক জনম মোদের,
লভিয়াছি বহু পুণ্যবলে,
হেন হরিভক্ত সুকুমারে।
কিন্তু শুন নাথ,
পীড়ি'লে তাহারে,
গুরুদেব হরি তার;
পাইবেন নিদারুণ ব্যাথা প্রাণে।

কর্ণ— কিবা কহ রাণি ?
কিছুইত নাহি বুঝি !
হরিভক্ত সত্য কি সে শিশু ?

পদ্মা— শুন নাথ তবে অপূর্ব্ব কাহিনীঃ—
বলে পুত্রতব,
"দ্যাখ্ মা যবে সঙ্গী মিলি মোরা
খেলি যথা বিজন কানন,
কে যেন বালক বেশে আসি,
খেলা করে আমাদের সনে।

আহা দিব্য মূর্ত্তি তার,
কিন্তু কোথা তার না'জানি বসতি।
পুনঃ যবে মোরা মালা গাঁথি,
দিই সেই মৃণ্ময় পুত্তলী গলে;
সে মালা কাড়ি সেই দেয় গলে,
বলে "ওরে ভক্তশিশু!
আমিই তোদের ঐ শ্রীকৃষ্ণ;
দে'ফুল সাজে সাজাযে আমায়"।
আর বলে "আমি শিশু সাথে
খেলা বড় ভাল বাসি"।
কিন্তু ক্ষণ পরে মাতা,
কোথায় সে যায় চলি,
না'পাই হেরিতে।"

কর্ণ— আশ্চর্য্য মোহিনী খেলা বটে!
আহা! শুনি নাই পূর্ব্বে কভু,
তব মুখে এই মাত্র পাইনু শুনিতে।
অহো! এতক্ষণে বুঝিনু সকলি।
দেখ রাণি!
যবে মোরা পূজা সাঙ্গে হরি নাম করি,
পুত্র তব সেই সাথে করে হরি ধ্বনি,
বড়ই আনন্দ তার হরি নামে;
বাহুতুলে তেঁই করে সদা
হরিসংকীর্ত্তন।
আশ্চর্য্য বিধির সৃজন!

দেখ শিশু হয়ে হরিগুণ জানে ;
হরিনাম পেলে কিছু নাহি চায়,
ভাল২ সুলক্ষণ দেখি ইথে।
রাণি !
প্রেরেছ ত দাসী আনিতে তাহারে ?
আইলে সত্বর পাঠাও মোর ঠাঁই,
যাই তবে সভাগৃহে আমি।

(কর্ণের প্রস্থান।)

পদ্মা।— আমিও যাই এবে,
ইষ্টদেব পূজিবারে
বাছার মঙ্গল হেতু।

(পদ্মাবতীর প্রস্থান।)

পটক্ষেপন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—*০*০*—

প্রথম দৃশ্য।

রাজপথ।

(দুইজন ফলাড়ে ব্রাহ্মণ সহ একটী ব্রাহ্মণ বালকের গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

৫ নং গীত।

মতিচুরে শিরে দিয়ে হাত,
কি করিলে ওহে লুচিনাথ ?

আহা পাতেতে পড়িয়ে,
কাঁদিছে কাঁচা গোল্লা সুন্দরী,
কি কঠিন! তুমি কচুরি।

১ম ব্রা—আচ্ছা মুখে ফেল্‌তেই আর নেই, এটা কি জিনিষ বলত ভায়া?

২য় ব্রা—বাঃ, এত পড়েই রয়েছে, তাও কি বল্‌তে হবে? মণ্ডা, খাসা রসগোল্লা।

১ম ব্রা—ঠিক্ বলেছ ভায়া। তবে কে বলে আমার ভায়ার বুদ্ধি নেই, যে বলে সে নিরেট্‌মুখ্‌খু।

২য় ব্রা—তা আর একবার বল্‌তে। যাহোক্ ভাই, বামুনে পেট ঠাণ্ডা কর্‌বার অমন মহৌষধি আর কি আছে। সাক্ষাৎ শিতলানন্দ। উদরে গেলেই সর্ব্বশরীর তৃপ্ত, পবিত্র, ও সুশীতল হয়। আহা! ভগবান্ যদি ওর গাছ ধরাতলে রাখ্‌তেন, তবে আমাদের স্থায় দরিদ্র জীবের কতই উপকারে আস্‌তো, তা আর বলা যায় না। গাছ থেকে পাড়তুম, আর গালে টপাটপ্ পুরতুম্; তা হলে এর তার বাড়ি এমন করে বেড়াতে হতোনা।

১ম ব্রা—ঠিক্ বলেচ ভায়া। আজ ভাগ্‌গিস্ মণ্ডার স্তবটা করে বাহির হওয়া গেছলো তাই এমন চব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় গোচের খ্যাঁট্ মারা গেছে।

২য় ব্রা—মণ্ডার স্তবটা কি বলত ভায়া? দেখি শিখে রাখ্‌লে কাজে আস্‌বে ত?

১ম ব্রা—তবে শুন, মণ্ডার মাহাত্ম্য আর মণ্ডার স্তব। এই স্তবটী পাঠ করে বাটীর বাহির হলেই, পরম পূজ্য মণ্ডাদেব তুষ্ট হয়ে অভিলষিত বর দেন যে তোমরা আমাকে ও আমার পরম

সুহৃদ স্বরূপ সুগোল ছুপিট ঘিয়ে ভাজারূপ বহুতর মুখরোচক্ দ্রব্য প্রাপ্ত হবে। যথা, শ্লোকঃ—

১—মণ্ডা মণ্ডেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি, মুচ্যতে সর্ব্ব পাপেভ্যো, মণ্ডাদেব নমস্ততেঃ।— (চৈতন নাড়িতেং)

২। গোল্লা গোল্লেতি যো ব্রূয়াৎ, পতিতং বং পেট মন্দিরে, আয়ুর্ব্বদ্ধি, যশোবৃদ্ধি স্ করোতি তৎক্ষণাৎ। (চৈতন নাড়িতেং)

২য়, ব্রাহ্ম—ঠিক্, ঠিক্। তুমি ত মণ্ডার স্তব কর্‌লে; আমি তবে লুচির স্তব করি শুন।

লুচি লুচি লুচি, তার পাশে তরকারি;
ঠিক যেন শ্রীকৃষ্ণের বামে রাই কিশোরী॥

১ম, ব্রা—বাহোবা ভায়া; বেস্ বেস্। যা হোক্ এখন ও সব তর্ক থাক্। আজ যা হোক্ রাজার বাপের শ্রাদ্ধে খুব্ খাঁ্যাট্‌টাই দেওয়া গেছে। এমন খাঁ্যাট কতদিন যে ভাগ্যে ফলেনি তা ত বলা যায় না। হেউ, হেউ, হেউ। (ঢেঁকুর তোলন)

উঃ! এখন পর্য্যন্ত ঢেঁকুর উঠ্‌ছে। পেট্‌টা এখন পর্যন্ত দম্ সম্ হয়ে আছে। যা হোক্ তুই ভাই আজ আমার ঢের উপকার টা করেছিস্, তা আর একমুখে বল্‌তে পারিনে। ভাগ্‌গিস্ ধরে তুলে নিয়ে এলি, নচেৎ পেট ফুলেই মারা যেতুম্।

২য় ব্রাঃ—নাঃ, তুই ভাই দেখ্‌চি খেয়ে খেয়েই একদিন অক্কা পাবি। কত বারণ করি যে অত গেদে গেদে খাস্‌নি তা ত শুনবিনে? তোর দেখ্‌চি পেট সর্ব্বস্ব হয়ে পড়েচে।

১ম ব্রাঃ— হায়! হায়! তুই যে বামুনের ঘরে এমন ঢেঁকি জন্মেছিলি তা ত জানতাম না। বলিস্ কিরে? কালে ভদ্রে আমাদের ভাগ্যে এক আধটা খাঁ্যাট যোটে, তাও ভাল করে খাবনা।

না হয় খেয়েই ম'রে যাব, তবুত লোকে বলবে যে আচ্ছা খাইয়ে বামুনটা ছিল,—ভাই! নামটাত থেকে যাবে। আহা কবে আবার চব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় রকমের ফলাড়টা পাব, তাই ভাব্‌চি। (চিন্তা) (চিন্তাভঙ্গে) ভাল কথা মনে পড়েচে। রাজা ব্যাটা মলে দেখ্‌চি আবার ঐ রকম ভাল করে খ্যাঁট্‌টা মারবো, কেমন?

২য়,ব্রাঃ—খুব্ যা'হোক্ ভায়া! তুমি যে দেখ্‌চি রাজার বড় হিতৈষী হয়ে পোড়চ। লোকে কথায় বলে যে "তোর ভাল কত্তে পারবোনা, মন্দ কর্‌বো কি দিবিতো দে" এযে ঠিক তাই হয়েছে। রাজা মলে উনি দিব্বি করে ফলাড় খাবেন। তার চেয়ে বলনা, যে রাজার আর ছেলেপুলে হোক, ছেলেদের বিয়ে থাক্ দিক্, এদিকে আমাদেরও খুব্ ফলাড় পাওনা হবে। তা, নয়—লোকের ভাল না খুঁজে, মন্দ খুঁজতে যান্। এবার রাজবাটী যেও, উত্তম শিক্ষা দেওয়া যাবে। আহা! অমন অমায়িক, দাতা, সুবিচারক রাজা কি কার রাজ্যে আছে, না আর দেখ্‌বো! না আর পৃথিবীতে জন্মেছে! তুই নেহাৎ মূর্খ, পাষণ্ড, তাই এমন ভাল রাজার মৃত্যু কামনা করিস্। গাধা! বুঝলিনে যে রাজা মলে তার ছেলে ব্যাটা কি আর অমন করে আমাদের খ্যাট দেবে, না তখন বাড়ি ঢুক্‌তে দেবে?

১ম,বাঃ—(চৈতন নাড়িতে২) ঠিক্ বলেচিস্ ভাই। ভায়া, রাগ করোনা। এতক্ষণ অপরিমিত ভোজন কারণেই হোক আর নিঃবুদ্ধি,—থুড়ি-থুড়ি, আর যে কারণেই হোক আমার বুদ্ধির গোড়ায় তখন ভাল রূপ বারিসিঞ্চন হয় নাই বা শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধনই হোক তখন তত জ্ঞান ছিল না। যা'হোক ভায়া;

তোর পায়ে পড়ি, একথা যেন রাজবাড়ি আদৌ বলিস্‌নে। আমি তোর দাদা আমার দিব্য বল্‌চি, ও কথা আর কার কাছে বলিসনে।

২য়,ব্রাঃ— (সক্রোধে) এখন উনি আবার আমার দা'দা হতে এলেন, মজা দেখো! আমার দাদা হলে আর অমন গাধা হতেনা। যাও যাও ঠাকুর. ঢের হয়েছে আর জ্বালাতে হবে না।

১ম,ব্রাঃ—ও আবার কি ভায়া! অত চটো কেন? শান্ত হও, শান্ত হও, ক্রোধ প্রবৃত্তি স্ববশে রাখিতে অতীব চেষ্টা করিবে, নচেৎ পৃথিবীতে কদাচ সুখী হইতে পারিবে না। (চৈতন নাড়ন)

২য়,ব্রা—আচ্ছা, আর মহাশয়কে অত বক্তৃতা ঝাড়্‌তে হবে না; এখন বাটী চলুন।

১ম,ব্রাঃ—তবু ভাল। যা'হোক্ ভায়া পথ হাঁট্‌তে আর এতক্ষণ কথার পুঁট্‌কি ঝাড়্‌তে২ ফের যে দেখ্‌চি ক্ষুধা পেয়ে এল। এখন উপায় কি? আবার উদরানল দীগুণ জ্বলে উঠ্‌লো!

২য়,ব্রাঃ—যা'হোক্ দাদা, খুব্! তোমার উদর দেবতাকে শত শত নমস্কার। আচ্ছা উদর নিয়েই ধরাধামে জন্মেছিলে? এখানে আর কি খাবে বল? এখন নয় আমাকে নয় তোমার ঐ ছেলেটিকে, তা নয় ত এই গাছপালা, ঘরবাড়ি, দুধারে যা দেখ্‌বে উদরসাৎ কর। এখানে আর কি পাবে? তাই পূর্ব্বেই বলেছিলুম যে কিছু বেঁধে লও, তখন ত শুন্‌লে না।

১ম,ব্রাঃ—ঠিক্ ঠিক্। তখন যে গেদে গেদে খেয়েই হাঁস ফাঁস কর্‌ছিলেম্ তার উপর কি মোট বওয়া যায়?

ব্রাঃ বাল—বাবা! আমারও বড় খিদে পেয়েচে।

১ম,ব্রাঃ—কেন, তখন কি গিলিস্‌নি?

ব্রাঃ বাল—কেন খেয়েছিলুম্ বৈকি। তবে তখন বড় লজ্জা পেয়েছিল যে লোক জন দাঁড়িয়ে খাওয়াচ্ছিল ভাল করে আদ-পেই খেতে পারিনি।

১ম,ব্রাঃ—তুই ব্যাটা নেহাৎ বামুনের ঘরে ঢেঁকি জন্মেছিলি দেখ্‌তে পাই। গরু! খাবার সময় লজ্জা কিরে বল? তুই কি কনে যে খেতে লজ্জা কর্‌বি, না মেয়ে মানুষ যে পুরুষের কাছে লজ্জা করে খেতে হয়! না,—তুই তোর শ্বশুর বাড়ি খেতে গিয়ে ছিলি বল? এখন বাড়ি চল, সেখানে খুব্ খাস এখন।

২য় ব্রাঃ—যা'হোক ভায়া, বামুনের পেটের খাঁই আর মেটেনা। বলত, দিন রাত মুখ চল্‌চেই। তাই ওলাউঠা দেবী আমাদের ন্যায় ব্রাহ্মণের প্রতি অগ্রেই কৃপাদৃষ্টি দেন। (বালকের উদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে) বোকা ব্যাটা! তখন ভাল করে আদপে খেতে পারিস্‌নি? আহা! বাছার পেট্‌টি একেবারে পড়ে গেছে গা!

বাল—তখন মশাই! যে লোকজন সব আমার দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে ছিল, বড় ভয় ও লজ্জা কর্‌ছিল সেই জন্যেইত ভাল করে খাইনি। সবে মাত্র ভয়ে ভয়ে আটগণ্ডা লুচি, আটগণ্ডা মণ্ডা, এক ডজন কচুরি, দু তিজেল দৈ, এক তিজেল দুখুড়ি থির খেয়েছিলেম বৈত নয়?

২য়, ব্রাঃ—(স্বগত) বাপ্! পালাই, এরা রাক্ষস নাকি! ব্যাটা বড় কম্‌টাই খেয়েছিলেন দেখ্‌চি যে! কেবল রাজার ঘর, দরজা, ইট, কাট, শেষ রাজাকে খালি খেতে বাকি রেখে এসেচেন।

(প্রকাশ্যে) বলি বাপু! রাগটাগ্ করোনা। "বাপ্‌কো

বেটা শিপাইকি ঘোড়া, যদি কুচ্‌নেই হোয় তো থোড়া থোড়া” তাই হয়েছে তোমার। তোমরা বাপ্‌পোয় একস্থানে খেতে বস্‌লে লোকের ভাঁড়ার ওজড় কর্‌তে পার দেখ্‌তে পাই। বলি বাপু, অত খাস্‌নি, শেষ চর্‌বি জমে ঘাড়ে গর্দ্দানে এক হয়ে পেট ফুলে মারা যাবি?

১ম, ব্রাঃ—আহা! অমন কথা বলোনা; অমন নজর দিও না। ছেলে মানুষ অমন বয়সে খাবে না ত কি? শেষে কার জোরে চল্‌বে বল ত? ওত কি খায়; আমি অমন কাঁচা বয়সে ৮। ৯ সেরের কম কখনই খেতাম্‌না।

২য়, ব্রাঃ—তা বেশই কত্তে! এখনই বা কি কম্‌টা কচ্চ? আর ৮। ৯ সেরের কথা যা বল্‌চো, তা তোমার ছেলে যে হিসেব দিলে, কম নয় বরং বেশী।

১ম, ব্রাঃ—যাও, তাতে আর কি হয়েছে? তোমার মত কেউত আর নিথাকি নেই। এখন বাড়ি যাই চল।

(উভয়ের গমনোদ্যোগ।)

(টিকেওলার প্রবেশ।)

টিকেওলা—চাই, ভাল টিকে ভাল গুল চাই গো! ভাল গুল! সস্তা টিকে!　　(প্রস্থান।)

বাল—বাবা! বড় খিদে পেয়েচে, আমি ওই কাল বাতাসা খাব; একগণ্ডা পয়সা দিয়ে কিনে দেওনা।

১ম, ব্রাঃ—দূর ব্যাটা বোকা! ওকি খাবার জিনিষ।

বাল—খাবার জিনিষ নয় ত কি? কিন্‌তে হবে বলে কাটাচ্চো। কেন রাজবাড়ি হতে চার গণ্ডা পয়সা ভোজন দক্ষিণে পেয়েছ তাই থেকে দেওনা।

১ম, ব্রাঃ—ওরে, তার জন্য নয়, ওকি খাবার জিনিষ! টিকে, গুল, চিনিষ না? ওযে তামাক ধরিয়ে খাবার জিনিষ বেচ্‌তে যাচ্ছ্যে ওই তাও খাবি দেখ্‌তে পাই। দূর মূর্খ!

বাল—আমি আগে কেমন করে জান্‌বো বল? সবে মাত্র এদেশে এসেচি বৈত নয়! দেশে ত দেখি লোকে খড়, কুট, কাট কেটে আগুণ জেলে তামাক খায়; এযে নূতন জিনিষ দেখ্‌চি।

১ম, ব্রাঃ—তাত ঠিক্ বলোচ। পূর্ব্বে আমারই ঠিকে ভুল্ হয়েছিল। (জুতা বুরুষওলার প্রবেশ।)

মুচি—এ জুতিয়া—তাবুরুষ। বাবু! জুতা বুরুষ করাবে? ভাল কালি আছে। (প্রস্থান।)

বাল—বাবা! এবার আমি তাবুরুষ খাব, কিনে দেওনা।

২য়, ব্রাঃ—(হাস্য) ও খেতে হয় না বাপু! তোমার আর তোমার বাপের গালে ভাল করে মাখাতে হয়, তাও জানিস্‌নে?

বাল—(ক্রোধভাবে) যাও ঠাকুর, অত ঠাট্টা কত্তে হবে না। আমি পেটের দায়ে মর্‌চি, ওর কেবল ঠাট্টা।

১ম, ব্রাঃ—(উচ্চ হাস্য করিতে করিতে) আরে ভাই ভাল বোকার পাল্লায় পড়েচি দেখ্‌চি। এ ব্যাটা দুনিয়ায় যা দেখ্‌বে তাই যে গিল্‌তে চায়; হ'লো কি? ওকি খাবি বল্? ও যে মুচি, জুতো বুরুষ করাতে চাইচে তাও খাবি। আচ্ছা, চল্, বাড়ি যেয়ে খুব্ খাস্ এখন। চল ভায়া চল, এ ব্যাটা আর একদণ্ড তিষ্ঠিতে দিলেনা!

বাল—এ দূর ছাই দেশ! যা দেখ্‌বো একটা খাবার জিনিষ মেলেনা; কেবল এ, ও, তা, ছাইভস্ম। (সকলের প্রস্থান।

পটক্ষেপন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—০০০—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হস্তিনার রাজদ্বার।

(দ্বারী সশস্ত্র দ্বারে দণ্ডায়মান, ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

বৃদ্ধ বিপ্রঃ—দ্বারী!

ছাড়রে দুয়ার, ভেটিব রাজারে;
কল্য একাদশী উপবাসে ব্রতী,
তেঁই আজি পারণ কারণে
আসিয়াছি রাজ ঠাঁই।
দুর্ব্বল শরীর মম,
পিপাসায় কণ্ঠগত প্রাণ;
দাঁড়াতে না'পারি আর,
দেও এসংবাদ ত্বরা।

দ্বারী— দেব!
অপরাধ কিছু লওনা দাসের।
তিষ্ঠ প্রভু, ক্ষণেক দুয়ারে,
অগ্রে রাজাদেশ আনি,
পশ্চাৎ সাথে লয়ে যাব,
রাজার সমীপে।

বৃ,বি— ভাল, যাও তুমি অবিলম্বে,
অপেক্ষায় রহিলাম আমি।

দ্বারী— যথা আজ্ঞা,
আসি তবে প্রভু। (দ্বারীর প্রস্থান।)

বৃ,বি— পরীক্ষার এই সুসময়,
দেখি কর্ণ কত বড় দাতা। (দ্বারে উপবেশন।)

(দ্বারীর পুনঃ প্রবেশ।)

দ্বারী— এস দেব! সাথে মম,
রাজাদেশ, অবারিত দ্বার।

বৃ,বি— চল, দ্বারী!
সাধু! সাধু! কর্ণ মহারাজা।

(সকলের প্রস্থান।)

পটক্ষেপন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

হস্তিনার সভাগৃহ।

পাত্র পরিবেষ্টিত রাজা কর্ণ আসীন।

(দ্বারীসহ বৃদ্ধ বিপ্রের প্রবেশ।)

দ্বাঃ— রাজন!
এই সেই বৃদ্ধ বিপ্রবর। (দ্বারীর প্রস্থান।)

কর্ণ— এস, এস, বিপ্রবর!
প্রণমি চরণে তব।
হে দেব! কি মানসে আজি
পবিত্রিলা পাদপদ্ম দানে,
অভাগার তুচ্ছ এ কুটীরে?

(স্বগত) জ্যোতির্ম্ময় আভা যেন,

বাহিরায় বিপ্র দেহ মাঝে,
ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিসম।
না জানি কি মানসে,
ছদ্মবেশী দেব কোন,
উপনীত আজি আমার আবাসে।
ঘটবে যা'থাকে ভালে ;
এ বিপ্র সামান্য নহে দেখি!

বৃ, বি—	জয়স্তু রাজন!
পরিতুষ্ট হৈ'নু আজি তব শিষ্টাচারে।
কি মানসে আইলাম এই স্থলে,
কহিতেছি শুনঃ—
কল্য একাদশী উপবাসে ব্রতী,
তেঁই পারণ কারণে আজি
আসিয়াছি তব ঠাঁই ;
হের এবে,
পিপাসায় কণ্ঠগত প্রাণ,
বচন না সরে মুখে।
আর এক কথা ;—
রাজা! বড় দাতা নাকি তুমি ?
দান কীৰ্ত্তি তব যথা তথা শুনি,
প্রত্যক্ষ হেরিতে তাই আসিয়াছি হেথা ;
ভাল কীৰ্ত্তি নরনাথ ধরিলে ধরায়।
কিন্তু জেন, অর্থলোভ কিছু নাহি মম ;
প্রার্থনা আমার এক গুপ্ত কাজ,

যদ্যপি স্বীকৃত হও তুমি,
তবে নিবেদি তোমায়।

কর্ণ— গুপ্তকার্য্য কিবা বিপ্রবর,
প্রকাশ এক্ষণে।
তুমি বিপ্রশ্রেষ্ঠ সম্মুখে আমার,
করিনু প্রতিজ্ঞা এবে এই সভামাঝে ;
যা'মাগিবে তুমি, অবশ্য করিব দান ;
মিটাইব আকিঞ্চন তব ;
জেন, অবারিত দ্বার মম,
দরিদ্র, অতিথে, কভু না ফিরাই আমি।
কহ, কিবা তুমি করিবে পারণ ?

বৃ,বি— বহুদিন মাংসস্বাদ ভুলে গেছি রাজা !
তেঁই, আজি মাংস কিছু করিব আহার।

কর্ণ-(হাস্য) ওহো ! এই তব গুপ্ত আকিঞ্চন ?
এতো তুচ্ছ দান।
কহ শীঘ্র কোন জীবমাংস,
কত পরিমাণ করিবে আহার ?

বৃ,বি— রাজা !
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ তুমি থাকে যেন মনে ;
আকিঞ্চন অন্য মাংস নহে,
নরমাংস কিন্তু অন্য নর নহে,
পুত্র তব বৃষকেতু তার মাংস আজি
উদর পুরায়ে করিব আহার,
মিটাব পিপাসা তার, রক্ত পান করি।

কাট ত্বরা সস্ত্রীক, করাতে তার শির ;
রন্ধন করহ মাংস আমার সম্মুখে,
হাসিতে হাসিতে শিশু মুণ্ড কাট এবে,
কান্দিলে না'খাব আর,
ফিরি যাব আপন আলয়ে।
মনে যেন থাকে, প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হলে,
নরকস্থ হবে তুমি রাজা।
না কর বিলম্ব আর,
আন শিশু তব সভামাঝে ;
ক্ষত্রবংশ জাত তুমি,
রক্ষাকর প্রতিজ্ঞা তোমার।

কর্ণ— অহো, একি! নিদারুণ আকিঞ্চন তব।
কহ দেব,
পিতা হয়ে পুত্রশির কাটিব কেমনে ?
ইহা ভিন্ন অন্য কর আকিঞ্চন,
অবশ্য করিব দান।

বৃ,বি — অন্য কিছু নাহি অভিলাষ,
বল, কর্ণ মহারাজ!
মম আকিঞ্চন করিতে রক্ষণ,
পারগ কি অপারগ তুমি ?
নাহি বল যাই ফিরি গৃহে!
(ক্রোধে প্রস্থানোদ্যোগ।)

কর্ণ— সম্বর ক্রোধ বিপ্রবর,
একি! অভিনব আকিঞ্চন ;

শুনি নাই ভাবি নাই কভু!
হতজ্ঞান আমি, দেও জ্ঞান হতে,
সুযুক্তি ভাবি হে মনে।
নিবেদি চরণে প্রভু,
রক্ষা কর যশ, মান, মম এ বিপদে।
তিষ্টহ ক্ষণেক বিপ্র,
ধরি তব পায়, যেওনা হে গৃহে।
(স্বগত) অহো, একি! বাড়ানু জঞ্জাল,
আজি প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ রহে।
এ দেখি সামান্য বিপ্র নয়,
বিপ্র হয়ে নরমাংসে অভিলাষ!
হায়! লক্ষণ দেখি সুলক্ষণ নহে।
কি করি উপায় এবে;
কোথা রাণি এ সময়!
জ্ঞানহারা আমি,
একি! ধাঁধাঁ লাগে।
না'জানি এ কোন্ মহাজন!
বৃদ্ধ বিপ্রবেশে দেখা দিল,
আজি আমার দুয়ারে।
দানের পরীক্ষা মোর করিতে বাসনা,
এ বাসনা পূর্ণ করা নহে তুচ্ছ কাজ!
হায়! যদি এ প্রতিজ্ঞা রক্ষিতে না পারি,
সবংশে মজিব তবে অনন্তের তরে!
কেমনে হায় রে! পিতা হয়ে.

স্বহস্তে ছেদিব পুত্রশির ;
হৃদি ফাটে স্মরিতে সে কথা ;
অহো ! এ দৃশ্য ভীষণ !
হে বিধি ! কি বিধি করিলে হে হায় !
কি পাপে ফেলিলে জঞ্জালে ?
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনে জানি মহাপাপ,
শেষে সেই পাপে লিপ্ত হতে হ'ল !
হে মধুসূদন !
কেমনে রাখিব মান, রক্ষিব প্রতিজ্ঞা,
রক্ষা কর এ বিপদে তুমি দয়াময় !
বৎস বৃষকেতু ! সাধনের ধন তুই,
এই কিরে ছিল বাপ্, তোর পোড়া ভালে !
বড় হরিভক্ত তুই যেরে বাপ্,
কোথা তোর হরি এসময় !
কেবা তোর রক্ষাকর্ত্তা এ বিপদে !
এই বেলা জন্মশোধ বলে নেরে হরি !
বলি বাপ্, কোন মহাপাপে,
জন্মিলি ঘাতক হেন পিতার ঔরসে !
পিতা তোর সাক্ষাৎ পিশাচ,
নহে কেমনে রে হাসিমুখে,
পুত্রশির করিব ছেদন।
(উন্মাদবৎ) না রহে প্রতিজ্ঞা দেখি,
যাক্ সৃষ্টি যাক্ রসাতলে !
জানি ব্রহ্মশাপে হব নাশ,

নৃশংস ব্যাপার হেন পারিনা করিতে!
(শান্তভাবে) ওহো, একি! কথা বলি,
হেন হীন বীর্য্যে জন্ম নহে কভু,
ক্ষত্রবংশজাত হয়ে লঙ্ঘিব প্রতিজ্ঞা!
কি কবে জগতবাসী সত্য ভঙ্গ হেতু,
কলঙ্ক এ কুলে আমাহতে হ'ল শেষ!
রক্ষিব অবশ্য যাহা ক'রেছি স্বীকার।
কেমনে এ মর্ম্মভেদী বাণী,
কহিব রাণীকে,
হেন নিদারুণ কথা শুনি,
পুত্রপ্রাণা মাতা,
ত্যেজিবেন কায় সুনিশ্চয়।
ওহো! আজি কি পাপ আইল হেথায়!
ভাবিলে কি হবে আর,
পূর্ব্বে যাই রাণীর সমীপে,
কহি সবিশেষ বিপদকাহিনী;
অদৃষ্টে যা আছে তাহা ঘটিবে নিশ্চয়!
অহো! বিষম সমস্যা উপস্থিত এবে!
(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ।)

বৃ,দি— নীরব কেনহে রাজা,
মৌনভাবে কি ভাব অন্তরে?
প্রতিজ্ঞা রক্ষিতে এবে কি কর উপায়?

কর্ণ— উপায় কিছু না দেখি দেব!
ক'রেছি প্রতিজ্ঞা যবে,

বাধ্য হব তাহা করিতে পালন।
ক্ষত্রকুলে জন্ম জেন,
কভু হীন বীর্য্যে জন্ম নহে বিপ্র;
সেই মত সত্যরক্ষা করিব নিশ্চয়।
ক্ষতি নাহি তাহে সত্যরক্ষা হেতু,
নির্ব্বংশ যদ্যপি হই ইথে;
হরি রক্ষিবেন অবশ্য আমায়।
নিবেদি চরণে প্রভু!
স্থিরভাবে তিষ্টহ ক্ষণেক,
যাই এবে অন্তঃপুরে,
দেখি বৃষকেতু কোথা গেল,
রাণীকেও শুনাইগে বিপদকাহিনী,
বিপদ ভাবিলে আর কিবা হবে,
সত্যরক্ষা করা কর্ত্তব্য আমার;
বিপদে ধৈরজ ধরি থাকিব দুজনে।

বৃ,বি— ধন্য! ধন্য! কর্ণ মহারাজা!
কীর্ত্তি তব সুনিশ্চয় রহিবে জগতে।
যাও তবে সস্ত্রীক করিতে মন্ত্রণা,
কর ভাল যেবা হয়,
অপেক্ষায় রহিলাম আমি।
সভাগৃহে আর মম নাহি প্রয়োজন,
যাই এবে অন্য গৃহে বিশ্রাম কারণে
কিন্তু শীঘ্র প্রত্যাগত হবে,
দেখাবে তথায় তব ছিন্ন শিশুশির,

নতুবা তখনি ব্রহ্মশাপে,
সবংশে বিধ্বংস করি স্বস্থানে পলাব,
জেন বাক্য মোর না'হবে অন্যথা।

কর্ণ— হায়! যা'ভাবিনু,
(স্বগত) তাই যে ঘটিল দেখি!
হরি দয়াময়, রক্ষা কর এ বিপদে।
(প্রকাশ্যে) অহো! এতদিন,
অসার সংসারে মজি,
ছিনু অচেতনপ্রায়;
আত্মহারা হয়ে আছি—
জীবনের সার কর্ত্তব্যবিষয়ে,
ভ্রমেও ভাবিনা একবার!
যে মায়ায় বদ্ধ ছিনু এতদিন,
যে আহ্লাদ, আমোদে কত
মজেছিনু এ সংসারে,
সে মায়া, সে আনন্দ আর,
ক্ষণেকের তরে,
স্থান না পাইবে মোর হৃদে।
হায়! হলাহল সম, সদা মনে হবে!
আজি হতে শ্মশান করিনু হৃদি?
ধন্য, মায়া! তোমার কৌশল,
লক্ষ, লক্ষ, জীব হায়!
তোমার কৌশলে পড়ি,
ঘুরপাক খায় অবিরত,—

আমিও খে'য়েছি কত এতদিন ;
কিন্তু আর'না পারিবে,
বাঁন্ধিয়া রাখিতে মোরে।
আজ হতে অনন্ত সুখের পথে,
ভ্রমণ করিব দিবানিশি ;
দেখি পারি কিনা পারি,
কাটিবারে তব সুদৃঢ় শৃঙ্খল !
কিছু না ভাবিও দেব !
রক্ষিব বচন তব,
সত্যরক্ষা করিব নিশ্চয়। (সকলের প্রস্থান।)

পটক্ষেপন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পদ্মাবতীর বিলাস-গৃহ।

(পদ্মাবতী একাকী আসীনা।)

৫ম নং গীত।

(নেপথ্যে) প্রাণের কথা বল্‌বো কারে,
কে শুনিবে আমার কথা।
যার সনে প্রাণ মিশে গেছে,
সেই শুনে পাবেগো ব্যথা।

আমি একলা নারী ভেবে মরি,
কোথা পাব দোছট বাঁধা ॥

(সখির প্রবেশ।)

(পদ্মাবতীকে একাকিনী দেখিয়া)

৬ নং গীত।

সখি— আহা, মরি! একি হেরি বন মাঝে,
একলা ফুল ফুটে আছে।
রোদের তাপ সৈতে নেরে,
পাপ্‌ড়ি গুলি মুস্‌ড়ে গেছে।
বিধি! তোর একি সাধ,
সবার দিস্ সুখে বাদ,
সুখের মুখ দেখ্‌তে নারিস্,
কেবল ফেলিস্ অকূল মাঝে ॥
কেন, প্রাণসখি,
হেরি আজি, আঁখি ছল ছল
বদন বিমল তব?
কিছু'ত বুঝিতে নারি!
হায়, একি! সুধাংশুর অংশু আজি,
কেনরে ঢাকিল অম্বরে।

পদ্মা— সখি!
কি আর কহিব তোমায়!
কল্য রজনীতে ঘুমঘোরে ভাই,
দেখি কুস্বপন, অলক্ষণ ভাবি মনে,
অস্থির হ'তেছে মন,

এবে প্রতিক্ষণ নাচিতেছে
দক্ষিণ নয়ন ;
না' জানি অশুভ কোন ঘটিবে সত্বর।

সখি— অশুভ কল্পনা সখি ক'রোনা অন্তরে,
সত্য কভু হয় না স্বপন।
তবে কেন মিছা ভাব সুলোচনে ?
এস দুইজনে মনসাধে গাইব সঙ্গীত,
মন দুঃখ তব, হবে দূর অচিরায়।
প্রাণ সই।
কহ শুনি, কল্য যামিনীতে নিদ্রাবেশে,
কিবা তুমি দেখে'ছ স্বপন ?

পদ্মা— সখি !
স্বপ্নকথা কেমনে কহিব !
হৃদয় বিদরে দুঃখে স্মরিতে সে কথা ;
তবু কহি শুন তব অনুরোধে ।ঃ—
ত্রিযামে দেখিনু স্বপন,
যেন বৃদ্ধবেশী কেবা মহাজন,
উপনীত হয়ে সখি রাজার দুয়ারে,
কহিল দ্বারিকে,
"দ্বারি, ছাড়রে দুয়ার,
ভেটিব রাজারে, দেও এ সংবাদ ত্বরা"।
পরে দেখি, দ্বারিসাথে আসিয়া সভায়,
ছলভাবে কত ভুলাল রাজারে,
রাজা তারে না চিনিয়ে,

নিদারুণ প্রতিজ্ঞা করিল;
যা'মাগিবেন বিপ্র, তিনি দিবেন তখনি,
তবে হাসিমুখে বিপ্র মাগে,
"অন্য কিছু নাহি চাই,
দেও কাটি স্বহস্তে তোমার পুত্র,
বৃষকেতু শির,
সস্ত্রীক হাসিতে হাসিতে,
মাংস রান্ধি তার,
সভামাঝে আনি, করাবে ভোজন।
ম্লানমুখে দিলে নাহি খাব,
ঘরে ফিরে যাব, বংশ নাশ করি।"
পরে যাহা দেখি,
অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড;
স্মরিতে বিদরে প্রাণ, চক্ষে আসে জল।
হায়! সখি! আর কি শুনিবে তুমি?

সখি— থাক্ সখি, ব্যাথা পাও যদি মনে।

পদ্মা— সে দৃশ্য ভীষণ সখি, কহি শুন;—
শুনিলে ত প্রায় সবভাগ,
তবে কেন শেষভাগ রাখি মনে।
শেষ দেখি সত্যরক্ষাহেতু রাজা,
পুত্রশির হাসিমুখে কাটিল স্বহস্তে।
হায়! শিশুশির ভূমেতে লুটায়ে,
দরদরে বহে আঁখিধারা,
মৃত্তিকা ভিজায়ে তবে,

উচ্চরবে করে হরিধ্বনি।
হেন দৃশ্য দেখি, তখনি কাঁদিনু ত্রাসে,
কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গে দেখি, কোথা কিছু নাই।
সে অবধি মন মম হইল উতলা,
গুমরে গুমরে তবে কত যে কাঁদিনু,
নিরবে মুছিয়ে আঁখি,
ভাবি স্বপ্ন হয় বুঝি সত্যে পরিণত।

সখি— একি! অদ্ভুত স্বপন সখি,
শুনি নাই কভু এজনমে!
(নেপথ্যে) ক্ষীণ সংগীত ও স্তব্ধ।

পদ্মা— রহ সখি,
কোথা হতে আসে শুনি সংগীত সুস্বর।
মধুমাসে, মৃদুতানে, কোথায় কে গায়,
মাতায় পরাণ সবে সুখের সংগীতে।

(স্থিরকর্ণে উভয়ের স্থিতি।)

(নেপথ্যে সংগীত)

"কি দুর্দ্দিন এল আজি প্রিয়ারে বলি কেমনে,
পিতা হয়ে পুত্রে কিসে, স্বহস্তে নাশিব প্রাণে।"

(সংগীত স্তব্ধ।)

সখি— সত্য বটে সখি!
ওযে, তব নাথস্বর অনুমানি,
ভ্রান্ত তুমি বিধুমুখী,
সুখের সংগীত নয়, বিষাদ সংগীত,
কেন আজি শুনি তাঁর মুখে?
কিছু'ত বুঝিতে নারি।

পদ্মা— হায়, সখি!
স্বপ্ন বুঝি হল এবে যথার্থ ঘটন,
অভাগীর দেখি ভাঙ্গিল কপাল;
পুত্রধনে জন্মমত হারাতে কি হবে!
পারিবনা দেখিবারে এ দৃশ্য ভীষণ!
রে কাল! লওরে অগ্রে আমার জীবন,
শিশুপ্রাণ দিবনা বধিতে।
জানি আমি কি কারণে আসে রাজা;
প্রার্থনা করিতে শিশুপ্রাণ।
সখি বল দেখি তুমি?
দশমাস, দশদিন,
অসহ্য যন্ত্রণা সহি,
যে পুত্রে ধরিনু জঠরে;
আহা! বাছা দুগ্ধপোষ্য শিশু,
হয়নি এখন জ্ঞান জন্মিয়া ধরায়;
সুখ, দুঃখ, শিশু মোর কিছু নাহি জানে;
কেমনে সাপিনী হয়ে,
হেন অঙ্করত্ন ধনে,
জনমের তরে অঙ্ক শূন্য করি,
দিব ফেলি কালের সাগরে,
দিব শির দিতে, ঘাতক পিতার করে?
অহো! অসহ্য যন্ত্রণা,
পুত্র শোক মাতা ভিন্ন কেহ নাহি জানে;
এ হেন নৃশংস কার্য্য দিবনা করিতে।

যাক্ প্রাণ যাক্ অগ্রে মোর,
না'ডরি না'চাহি, ছার প্রাণে।
যতক্ষণ জিয়ে রহি,
বাছার কোমল অঙ্গ দিবনা ছুঁইতে।
(উদ্দেশে) হে রাজন!
পিশাচ প্রকৃতি ধরিলে হে এতদিনে;
দাতা নামে যোগ্য বটে তুমি!
ওই, শুন সখি, যা'ভাবিনু তাই যে লো শুনি,
আজি ও বিষাদ সংগীতে।
হায়! মধুসূদন! রক্ষা কর পিতা,
বাছারে আমার এ বিপত্তি কালে!

(নেপথ্যে পদশব্দ।)

সখি— ম্লানমুখে ওই আসে রাজা,
যাই তবে অন্তরালে সখি?
পদ্মা— প্রাণসই,
কি আর কবরে তোরে,
মনের আগুণ দেখি মনেই নিভিবে!
এস তবে; দেখি কি ভাবে আসেন রাজা।

সখির প্রস্থান।

(ম্লানমুখে কর্ণের প্রবেশ।)

কর্ণ—(স্বগত) উদ্বেগ হৃদয় হও স্থির।
একি! মোর মত ভাব দেখি যে রাণীকে,
কে দিল অশুভ সংবাদ,
অগ্রে অন্তঃপুরে?

তবে কেন রাণী শূন্যমন,
না সম্ভাষে মিষ্টভাষে মোরে ;
জিজ্ঞাসি কারণ এবে জানিব সকল।

৭নং গীত।

(প্রকাশ্যে) কেন প্রাণপ্রিয়ে ম্লানমুখে আছ বলনা ?
আঁখি ছল ছল দেখি,
কি কারণে বিধুমুখি ;
মিষ্ট ভাষে তুষ্ট মোরে আজি কেন করনা ?
শূন্যমনে শূন্যদৃষ্টি,
একি হেরি নব সৃষ্টি ;
কিছু'ত বুঝিতে নারি একি ভাব বুঝিনা ॥

৮নং গীত।

পদ্মা— নাথ হে, আমি কি কিছুই বুঝিনা ?
অবলা, সরলা, পেয়ে কর এত ছলনা।
কি কারণে শুনি এলে হেথা,
বলি স্পষ্ট করি কও না কথা ;
শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা, তাত হবেনা।
স্বপনে জেনেছি সব,
ঘটে দেখি মহাবিপ্লব ;
কপাল বুঝি ভাঙ্গিলরে, স্পষ্ট করি বলনা ?

কর্ণ— প্রিয়ে !
হৃদি বেগ কর সম্বরণ,
পাষাণে বেঁধেছি বুক,
তুমিও হওগো পাষাণী,

নহে পরমাদ ঘটিবে মোদের।
কি করিব সতী, বিধি বশে সত্য
পড়িয়াছি এবে বিষম জঞ্জালে!
হায়! বুঝি, এতদিনে
ব্রহ্ম কোপে পড়িনু দুজনে।
কহ রাণি! বৃষকেতু প্রাণাধিক
কোথা গো এক্ষণে?
বল, তথা যাই গো সত্বর;
বিলম্বিতে নাহি পারি আর।

(স্বগত) অহো! হৃদি ফাটে স্মরিতে সে কথা!

রাণী— বুঝেছি বুঝেছি নাথ,
স্থির হও তুমি।
অহো! এতদিনে স্বপ্ন পূর্ণ হল!
বিধি! আত্মহত্যা লিখেছিলে ভালে!

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

কর্ণ— হায়! একি হলরে বিষাদ!
কেন দিনু হেন অশুভ বার্ত্তা!
কুঠার হানিনু দেখি আপন চরণে!

(পদ্মাবতীর অঙ্গস্পর্শে।)

একি! সাড়াশব্দ নাই,
না'বহে নিশ্বাস আর,
চির-নিদ্রাগতা নাকি রাণী
পুত্রপ্রাণা মাতা বুঝি ত্যজিল পরাণ।
হে বিধি! এই কিরে ছিল মোর ভালে!

কোন দিন কোন কালে না করিনু পাপ,
তবে কেন মনস্তাপ পাই অকারণে ?
ব্রহ্মাগ্নি ঘেরিল দেখি চৌদিকে আমার ;
তার মাঝে পুনঃ হেরি পত্নীনাশ;
উভয় সঙ্কট হায় ! হইল আমার।
না—না, ওই বহে শ্বাস দেখি,
আছে প্রিয়া জীবিতা এখন।
হরি হে আর দিওনা যন্ত্রণা !
জলসেক করি চাঁদ মুখে,
এখনি পাইবে চেতন। (রাণীকে সুস্থ করন।)
(রাণীকে কিঞ্চিৎ সুস্থ হেরিয়া—)
চাও প্রিয়ে করুণা নয়নে,
বারেক দাসের প্রতি ;
দিনু দুঃখ সহিলে সকলি,
রাজরাজেশ্বরী তুমি,
তেঁই কিহে অভিমানে শুয়ে ধরাসনে ?
যদি রোষবশে না কহ বচন,
যাই এ সংসার ত্যজিয়ে,
রাজকার্য্যে নাহি প্রয়োজন !
তুমি বিনা জগত আঁধার ;
উঠ প্রাণেশ্বরী,—
জুড়াও তাপিত প্রাণ আজি হে
হায় ! কেন দিনু স্থান, কাল বিপ্রে,
জ্বালাইনু দেখি ব্রহ্ম তেজ এ সংসারে,

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপে মজিনু এবার!
দীনবন্ধু! কৃপাবিন্দু দেও এ অধীনে,
তুমি না রাখিলে প্রভু,
কে রক্ষে আমায় আর এ মহাবিপদে!
(রাণীর মূর্চ্ছাভঙ্গ ও অর্দ্ধোত্থান করিয়া।)

রাণী— এ কি! কোথা আমি রাজা,
বৃষকেতু বাপধন আছে ত জীবিত?
শমন! কেনরে ত্যজিলে মোরে!
অহো! এই মূর্চ্ছা, চির মূর্চ্ছা যদি হ'ত,
সুখের মরণ তবে ভাবিতাম মনে।
রাজা, কেন তুমি দাঁড়ায়ে এখানে?

কর্ণ— প্রিয়ে! প্রকৃতিস্থ হয়েছ ত তুমি?

রাণী— যথেষ্ট হয়েছে রাজা!
কেন আর ভাঙাও আমায়?
এতদিনে দুঃখিনীর দেখি
ভাঙ্গিল কপাল!
অনিবার্য্য পুত্রশোক সহিব কেমনে!
শমন! বল্‌রে কোন্ দোষে দোষী—
বাছা মোর তোর কাছে?
আহা! দুগ্ধপোষ্য শিশু সেই,
কিছু নাহি জানে অপরাধ;
তবে কেন রুষ্ট বল তার প্রতি এত?
জানি তোর সম পাষণ্ড দুর্জ্জন,
কেহ নাহি আর এ জগতে।

কালাকাল শিশু বৃদ্ধ তোর কাছে নাই !
হরি ! এতদিন কায় মনে পূজি,
পাইলাম ভাল প্রতিফল !
দেখি, দয়াময় নাম তব ঘুচিল সংসারে।
বিপদনাশক নাম শ্রীমধুসূদন,
কহ দেব, কতবার ঐ নামে ডাকি,
তথাপি বিপদ মোর কেননা ঘুচিল।
আহা ! কেন নিন্দি তোমা জগত পালন !
অজ্ঞান তিমিরে চিরাচ্ছন্ন অভাগিনী ;
তেঁই নিন্দি বার বার না জানি মহিমা।
লওনা দাসীর অপরাধ হরি !
হর মুঞ্চ মুঞ্চ পাপ মোর,
গ্রহদোষে দোষী অভাগিনী ! (রোদন।)

কর্ণ— গ্রহ দোষে দোষী জনে কে রক্ষে সুন্দরি !
আজি প্রাতে তার দেখি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ,
অতি দান প্রতিফল পে'নু হাতে, হাতে।

রাণী—(শান্ত হইয়া) কিবা প্রতিফল পে'য়েছ প্রাণেশ !

কর্ণ— দেখ রাণী ! অতিরিক্ত কিছু ভাল নয় !
স্থির চিত্তে শুন সবিশেষ :—
আজি প্রাতে যবে যাইনু সভায়,
দ্বারি তথা দিল এ সংবাদ,
"অদ্য একাদশী পারণ কারণে
বৃদ্ধবিপ্র রহে এক দাঁড়ায়ে দুয়ারে"।
দিনু আজ্ঞা তারে আনিতে সভায় ;

গ্রহদোষে ঘটাইনু জঞ্জাল তখন !
হায় ! ক্ষণ পরে দেখি প্রিয়ে,
কৃতান্ত সদৃশ বিপ্র আইল তথায় ;
না'চিনিনু ছদ্মবেশ তার,
ছল খেলা কিছুনা বুঝিনু ;
হেরি তায় ভক্তিস্রোতে ভাসিনু তখন !
ছল ভাষে কত তবে ভুলায়ে আমায়,
"চাহে শিশুমাংস করিতে পারণ" ।
বলে "কাট শিশুশির সস্ত্রীক করাতে,
রন্ধন করহ মাংস সম্মুখে আমার,
হাসিমুখে দিলে তুষ্ট হয়ে খাব,
নহে ঘরে ফিরি যাব বংশনাশ করি।"
কে জানে তখন রাণী,
পড়িব এতেক সঙ্কটে ?
প্রিয়ে ! জ্ঞানহারা আমি,
সুযুক্তি কহ গো শুনি ;
নহে ব্রহ্মকোপ বজ্রাঘাত,
সত্বর পড়িবে মস্তকে,
আর তার সহ,
বংশ, মান, দাতাকর্ণ নাম,
যাবে ভাসি কালের সাগরে, আর,
এ সংসার রঙ্গভূমে শেষ যবনিকা
পড়ে যাবে মোর, অনন্তের তরে ।

রাণী— নাথ ! দাতানামে কাজ কিহে আর ?

(রোদনস্বরে) দেখ দাতানামে ঘটালে প্রমাদ,
বলির বিভ্রাট কথা স্ম'রগো অন্তরে।
তেঁই পূর্ব্বে কতবার করিনু নিষেধ,
শুনিলেনা অভাগিনী কথা
তেঁই ঠেলিলে চরণে!
ছাড় হেন দুরাশা অন্তরে;
মত্ত হলে দাতানামে ডাকিবে জগৎ;
হের এবে প্রতিফল তার;
বিপদ ডাকিয়ে নিজে আনিলে সংসারে!

কর্ণ— উচিত ভৎর্সনা আজি দিলে প্রাণেশ্বরী,
উপযুক্ত কর্ম্মফল পাইনু এখন;
এহেন লাঞ্ছনা মোর উপযুক্ত বটে!
কিন্তু ভেবে দেখ সতী,
বিধিবশে এবে ঘটিল প্রমাদ;
মতিচ্ছন্ন মোর ঘটেছে নিশ্চয়!
স্থিরচিত্তে বুঝ প্রাণেশ্বরী,
ক্ষত্রবংশজাত হয়ে করিনু প্রতিজ্ঞা,
সে প্রতিজ্ঞা যদি ভঙ্গ হয়;
নিশ্চয় জানিও সতী,
উভয়ে ডুবিব তবে অনন্ত নরকে!
অহো! অঙ্গীকার, করি মহাভয়,
কে যেন ইঙ্গিতে কহে কানে কানে,
"রাখ কর্ণ প্রতিজ্ঞা তোমার,
নহে বংশ রাখা দায় ডুবিবে নরকে"!

রাণি! স্থির হতে আর নাহি পারি,
ওই দেখ, দাবানলসম ব্রহ্মতেজ
উদয় গগনে,
বেগে আসে এই দিকে,
ছারখার করিতে সংসার।

রাণী— নাথ! হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়িল আমার,
কি আর কবে অভাগিনী!
ওকথা শুনিয়ে হৃদি বিদরে শতধা।
আহা! পঞ্চ বৎসরের শিশু,
কিছু নাহি জানে হিতাহিত;
দশমাস দশদিন যারে,
অসহ্য যন্ত্রণা সহি, ধরিনু জঠরে;
আহা! যা'র আধ আধ বুলি,
হাসিভরা মুখ,
দিবানিশি কত ভালবাসি,
যারে না হেরিলে পলকে প্রলয় ভাবি,
হেন অঙ্করত্নধনে, হায়! মা'হয়ে বল,
বাছারে আমার কাটিব কেমনে!
কহ নাথ, কোথা সেই বিপ্রবর?
চল মোরা ধরিগে চরণ,
প্রার্থনা করিগে শিশুপ্রাণ,
অভাগীর অঞ্চলের ধনে;
শিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিগে ব্রাহ্মণে।
শুন নাথ, বিপ্রজাতি জানি লোভবশ,

যদি তাঁরে মোর ভাণ্ডারের যত ধন,
স্বীকৃত হই গো দিতে, ইহা ভিন্ন
হয়, রথ, গজ, রথী, ধন, ধান্য আদি
যাহা সে মাগিবে সর্ব্বস্ব খুয়ায়ে,
পথের ভিখারী হয়ে বিপ্রে শান্ত করি,
কি জানি বিপ্রের মন যদি তুষ্ট হয়ে,
শিশুপ্রাণ দেয় ছাড়ি,
তার অপেক্ষা কিবা শুভ আছে ?
ফিরি পাব দুঃখিনীর ধন
এতে দুই দিক রক্ষা হবে নাথ !

কর্ণ— প্রিয়ে ! নহে এ সামান্য বিপ্র,
তেঁই সে ভুলিবে ধন, ধান্য, লোভে।
পূর্ব্বে তব মত অনুযায়ি,
ভণ্ড বিপ্র ভাবি,
কত যে দেখানু প্রলোভন,
কিন্তু কোন মতে টলিল না বিপ্র ;
পরাস্ত হইনু তবে।
শুন রাণী কিবা বলে চতুর ব্রাহ্মণ।
"রাজা অর্থলোভী বিপ্র নহি আমি,
অন্য কিছু নাহি অভিলাষ,
বল, কর্ণ মহারাজ,
মম আকিঞ্চন করিতে রক্ষণ,
পারগ কি অপারগ তুমি ?
শেষ আর ক্রোধে বলে,
"রাজা যাই তবে গৃহে"।

রাণী— রাজা, বিধি বাম সত্য আমাদের প্রতি,
নহে সর্ব্বদিকে বিঘ্ন পদে পদে।
হায়! কি করি উপায় নাথ,
যদি মাংসপ্রিয় এতই সে বিপ্র,
চল তবে শিশুপ্রাণ বিনিময়ে,
মোর প্রাণ নিতে করিগে প্রার্থনা।
(হায়) বিধি! দাতাকর্ণের শেষ এই পরিণাম!
স্বপুত্রঘাতকরূপে মর্ত্তে পরিচিত,
পিশাচ প্রকৃতি তার দিলে অবশেষে।
শ্রীমধুসূদন! কোথা পিতা এ সময়,
দেওগো সুমতি এবে হস্তিনা ঈশ্বরে;
নহে না দেখি নিস্তার আর এ সংসারে।
(নেপথ্যে নিনাদধ্বনি।)
"কোথা কর্ণ মহারাজ! এস শীঘ্র করি,
বেলা বাড়ি যায়,
তিষ্ঠিতে না' পারি আর।
বুঝেছি চাতুরি তব,
কেন আর ভাণ্ডাও আমায়?
স্পষ্ট করি কহ,
মম আকিঞ্চন করিতে রক্ষণ,
পারগ কি অপারগ তুমি?
না'ই বল ফিরে যাই গৃহে"।
কর্ণ—(উচ্চকণ্ঠে) ক্ষম বিপ্রবর, যেওনা আবাসে.
এই যাই তব সন্নিধান।

কর্ণ— (রাণীর প্রতি) ওই শুন রাণী,
বজ্রনাদ জিনি, আসে বিপ্রধ্বনি!
ব্যাকুল অন্তর প্রিয়ে,
তিষ্ঠিতে না পারি,
যেবা হয় অনুমতি করগো সত্বর,
দাতাকর্ণ নাম যেন রেখ ধরাতলে।

রাণী— কি আর কহিব তোমায়,
ভাগ্য দোষে দোষী অভাগিনী!
কৃতান্ত নিতান্ত বৈরী বাছাপ্রতি,
কেমনে রক্ষিব আর তারে?
নাথ! রক্ষা কর বংশ মান তব;
সুখসাধ চিরদিন ঘুচিল আমার,
কাঁদিব, কাঁদিব, অন্তরের তরে,
কাঁদিবার পথ তুমি দেখালে রাজন!

কর্ণ— একি কথা কহ রাণী,
নির্ব্বোধের প্রায়!
শমন বিমুখ যারে কে রক্ষে সুন্দরী,
কেন দোষ মোরে বার বার,
উপলক্ষ মাত্র আমি।
এক পুত্র শোকে ভাবি হতেছ বিহ্বল,
ধর্ম্মমতে যদি সত্য রক্ষা হয়,
বিধির প্রসাদে জেন সুনিশ্চয়,
হেনমত কত পুত্রমুখ তবে,
দেখিবে কল্যাণী!

পুত্র পেয়ে পুত্রশোক ভুলিবে তখন।
কিন্তু ভেবে দেখ বিপ্রের বচন,
অঙ্গীকার কথা স্মর মনে,
কোন্‌বংশে জন্ম মম,
কার পত্নী তুমি ?
সেই মত সদুত্তর সুহাসিনী,
হাসিমুখে দাওগো আমায় ;
ঘুচাও মনের ব্যাথা এ ভগ্ন হৃদয়ে !

রাণী— নাথ !
পুত্রশোক মাতা ভিন্ন কেহ নাহি জানে ;
সে শোক জনমে কভু ভুলা নাহি যায়।
শত পুত্রবতী যদি হই,
সে পুত্র বয়ান যবে উদিবে অন্তরে,
উথলিবে শোক পারাবার,
হৃদয় হইবে তবে অনন্ত শ্মশান।
কিন্তু পুরুষের থাকেনা সেরূপ,
একপুত্র গেলে অন্যপুত্র যদি পায়।
নাথ ! অপরাধ লওনা দাসীর,
হৃদয় উদ্বেগবশে ক'রেছি লাঞ্ছনা,
অভাগিনী আমি, দোষ যদি ধর,
প্রতিপদে অজ্ঞদাসী, দোষী তব পদে।
কান্ত ! ভ্রান্তপথ খুঁজিয়া পেয়েছি,
হাসিমুখে দিনু অনুমতি ;
রক্ষাকর যশ, মান, তব,

বিপ্রআজ্ঞা করগো পালন।
সত্যরক্ষা করি, স্বর্গপথ
নিষ্কণ্টক রেখ;
আর কিবা কবে অভাগিনী;
তবমতে মম মত জেন,
এ যশ ঘোষিবে তব ত্রিভুবন।

কর্ণ— অহো! ভগ্নহৃদে দিলে প্রাণ সতী,
অঙ্গীকার রূপ হৃদিবিদ্ধ শেল,
কোমলাঙ্গী উপাড়িলে তাহা
কোমলাঙ্গে এতক্ষণে!
বড় তুষ্ট হৈ'নু প্রিয়ে,
আহা, এতক্ষণে হইনু সুস্থির।
যাই এবে বিপ্রে সান্ত্বনিতে,
দেখি রোষভরে বিপ্র বুঝি,
চলি গেল এতক্ষণ। (প্রস্থানোদ্যোগ)

রাণী— শুন প্রাণেশ্বর!
দেখ বিপ্র যেন, রোষভরে চলি নাহি যায়,
যদি যান, যথা পাবে পদে ধরি,
অবশ্য আনিও আবাসে।

কর্ণ— ভাল তাই হবে রাণী। (কর্ণের বেগে প্রস্থান।)

রাণী— (ক্রন্দনস্বরে)
হরি হে দীনবন্ধো, পতিত পাবন!
রক্ষা কর দাসীর তনয়ে;
আর কিবা কবে অভাগিনী।

হায়! ভাঙ্গিল কপাল বুঝি এতদিনে,
পুত্রহারা মাতা অভাগিনী!
(শান্তভাবে) কি হবে কাঁদিলে আর!
যাই, অন্তরালে এবে,
দেখি বিপ্র কিবা করে এখন। (রাণীর প্রস্থান।)

পটক্ষেপন।

—০০০—

তৃতীয় অঙ্ক।

—০০০—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিশ্রাম ভবন।

(বৃদ্ধ বিপ্র একাকী ম্রিয়মানে আসীন।)

(কর্ণের প্রবেশ)

বৃঃ বিপ্র— (রোষভাবে) একি, কাজ! কর্ণ মহারাজ,
এই আসি বলে
সেই যে গেলে অন্তঃপুরে,
সস্ত্রীক করিতে মন্ত্রণা;
বাড়িল এতেক বেলা,
প্রত্যাগত হলে এতক্ষণে?
পুত্র শির কৈ দেখালেনা আসি?
অহো! এতক্ষণে বুঝেছি চাতুরী,

প্রতিফল পা'বে দুরাচার,
মিথ্যাছলে ভুলা'লে আমায়!
বলি, মিছা ভণ্ডাওনা আর
স্পষ্ট করি কহ মহারাজ,
ক্ষুধাতুর বিপ্র আমি,
একাদশী উপবাসে বড়ই কাতর;
এ অবধি বিন্দুমাত্র জল
পড়েনি উদরে।
যথেষ্ট হয়েছে রাজা,
দাতানামে যোগ্য বটে তুমি!
মম আকিঞ্চন করিতে রক্ষণ
পারগ কি অপারগ কহ?

কর্ণ— প্রভু! ধরি শ্রীচরণে,
অধমের অপরাধ করগো মার্জ্জনা;
বজ্র সম ব্রহ্মকোপ হতে,
করগো নিস্তার দাসে। (পদধারণ)

বৃঃবিপ্র— না, না, ছাড় মোর পদ,
চাতুরীর প্রতিফল দি'ই হাতে হাতে।

কর্ণ— কি করিব প্রভু,
এতক্ষণ সবিশেষ কহিয়া রাণীকে,
কত মতে শান্ত করি অনুজ্ঞা আনিনু,
কি কব তোমায় দেব,
হায়! অন্তর্যামী জানেন সকলি।
সত্য কহি, চতুরতা কিছু নাহি জানি;

অন্তঃপুরে প্রতি ঘরে খুঁজিনু সন্তানে,
ভাগ্য দোষে না'পেনু দর্শন,
রাণীকে সুধাইনু বিস্তর তখন,
শেষ নিরাশায় আইনু ফিরিয়া।
প্রভু যদি আজ্ঞা পাই
ক্রীড়স্থলে দেখি পুনরায়,
সঙ্গীসনে ক্রীড়ামোদে
যদি মত্ত রহে,
ইহা ভিন্ন অন্য কোথা রবে,
পাই যদি আনিগে ধরিয়া।

বৃ, বিপ্র— কোথা তার ক্রীড়াস্থল ?

কর্ণ— অদূরে নিকুঞ্জ বনে।

বৃ, বিপ্র— ভাল, যাও হে সত্বর,
কিন্তু ধরি আনি শিরসহ মাংস
রন্ধন করায়ে রেখ,
বাড়িল বিষম বেলা,
স্নানিবারে যাই তবে আমি ;
কিন্তু প্রত্যাগত হয়ে দেখি যেন,
সমস্ত প্রস্তুত রহে।
নিরাশ হইলে জেন,
সর্ব্বনাশ সুনিশ্চয় ঘটিবে তোমার।

কর্ণ— যথা আজ্ঞা বিপ্রবর। (সকলের প্রস্থান

পটক্ষেপন।

তৃতীয় অঙ্ক।

—ooo—

তৃতীয় দৃশ্য।

কুঞ্জবন।

(বালকগণ ধূলিখেলায় বিব্রত, একাকী একধারে বৃষকেতু পুত্তলী পূজায় নিমগ্ন।)

বৃষ— (কতকগুলি ফুল লইয়া পুত্তলী পদে অঞ্জলি দিয়া প্রণাম করণ ও পরে চক্ষু মুদিয়া করযোড়ে ধ্যান।)

হায়! কতদিনে দেখা পাব প্রভু,
কতদিনে মনস্কাম সিদ্ধ হবে মোর!
দয়াময় দেও দেখা ভক্তে একবার,
লীন হই শ্রীচরণে।
কাঙ্গাল বালক আর কিবা পা'ব,
ভক্তিভরে বনফুল আর এই ধূলিগুলি,
দি'ই ভেট শ্রীচরণে;
ভক্তজনে তুষ্ট হও হরি! (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম।)

১ম, বাল— (দ্বিতীয় বালকের প্রতি)
দেখ ভাই, বৃষ কিবা করে,
একমনে কারে পূজে কারে ভজে,
ওকি খেলা করে,
কিছু নাহি জানি মোরা।

২য়, বাল— হ্যাঁ ভাই,
বৃষ আর মোদের সনে,
খেলেনা তেমন।

একাকী বসিয়ে চক্ষু মুদিয়ে কিবা ভাবে,
কিছু নাহি বুঝি।

১ম, বাল— বৃষ কাছে সবে চল ভাই,
ডাকি আনি সবে খেলা করি।

৩য়, বাল— কিবা জানি যদি রুষ্ট হয়?

২য়, বাল— না, না, বৃষ রুষ্ট নাহি হবে,
সদা তার আনন্দ নেহারি;
রোষভাব তার কভু নাহি হেরি।

৩য়, বাল— চল, তবে দেখি কিবা করে।

(সকলে বৃষকেতুর নিকটে গমন)

১ম, বাল— চক্ষু মুদে কিবা কর বৃষ?
এস ভাই একসাথে করি ধূলিখেলা।

বৃষ— ভাই, ধূলিখেলা আর ভাল নাহি লাগে;
শিখেছি নূতন খেলা,
এস সবে এই খেলা খেলি,
চির শান্তি পথ পাব হে অন্তিমে;
হরিপূজা মুক্তির সোপান!

২য়, বাল— তব ভাব কিছুনা বুঝিনু,
অজ্ঞান, অবোধ মোরা।

৩য়, বাল— ও খেল্লার কিবা নাম ভাই,
ও খেলা কি চোখ বুজে করে?

বৃষ— হরি পূজা ও খেলার নাম,
চক্ষু মুদি ভাবি হরি পদ;
মোক্ষ পথ পাইতে বাসনা।

এস সবে ওই খেলা করি,
একসাথে ত'রে যাব গোলক ভবনে;
জগতের কোন কষ্ট থাকিবেনা তথা,
মনব্যাথা কেহ না পাইবে;
শান্তিময় স্থানে চির সুখী র'বে।

১ম, বাল— ভাই বৃষ,
এতেক শৈশবে কেমনে লভিলে
এত জ্ঞান;
আশ্চর্য্য হইনু সবে,
হেরি তব নব ভাব।
এ বৈরাগ্যভাব কেবা তোরে দিল?
পিতা তোরে কটু কি ক'য়েছে?
তবে কেন বলিস্ অমন।

৩য়, বাল— নিশ্চয় বকেছে ওর পিতা,
নহে কেন করিবে অমন!
বল্ ভাই বৃষ, এতেক শৈশবে
কিসে তোর বৈরাগ্য জন্মিল।
রাখ্ তোর পাগ্‌লামী কথা,
আয় ভাই, খেলিগে এখন।

বৃষ— এক হরি বিনা কিছু নাহি জানি,
হরি সর্ব্বমূলাধার,
তিনি কর্ণধার,
এবিপুল সংসারসাগরে।
বৈরাগ্য, বিলাস, সুখ, দুঃখ,

স্থূলকথা যা'দেখ নয়নে,
সকলি সৃজন তাঁর।
তিনি বিনা কিবা কেবা করে,
মোহিনী মায়ার ছলে,
আছ রে আচ্ছন্ন ভাই,
জ্ঞান নাহি জগতের গতি,
মতি দেও হরির চরণে;
সর্ব্বজ্ঞান, সর্ব্বসুখ, লভিবে তখন;
কি আনন্দ তবে ভাবিবে অন্তরে।
ঈশজ্ঞান সবে কি ভাই লভে?
পরজন্ম যোগ কিম্বা বিভু কৃপা বিনা।
কেন জিজ্ঞাস মোরে,
কেন মন হল বিচঞ্চল,
কেমনে কহিব বল!
বিনা সেই জগত পালন,
মতি বশ তাঁরই নিকটে।
জাননা কি সরল প্রকৃতি পিতা মোর?
বিনাদোষে কেন ভৎর্সিবেন মোরে,
অদর্শনে যাঁর সৃষ্টি লয়,
সদা মনে হয়,
হেন পুত্র প্রতি, বিনাদোষে
রোষবশ কেন করিবেন তিনি,
এটি ভ্রম জেন সুনিশ্চয়।
আহা! সদানন্দ পিতা মোর,

আনন্দ লভেন কত দেখি মোর মুখ;
অদর্শনে আছি বহুক্ষণ,
না'জানি এতক্ষণ কতই ভাবেন অন্তরে।
মাতা মোর সাক্ষাৎ আনন্দময়ী,
বাড়িল এতেক বেলা,
মোর হেতু অনাহারে আছেন সকলে।
আহা! কতকষ্ট দি'ই সে দোঁহায়!
বিচঞ্চল লাবণ্যের জল,
বিচঞ্চল জগতের জীব;
বিচঞ্চল পদ্মপত্রনীর,
কথায় কথায় বেলা বাড়ি যায়,
আর হেথা পারি'না তিষ্ঠিতে।
মনপ্রাণ সেই দিকে ধায়,
দেও অনুমতি সঙ্গীগণ মোরে,
যাই তবে স্বগৃহে এখন।
তোমরাও এস ভাই আজ,
অন্যদিন খেলিব কৌতুকে।
(গমনোদ্যোগ ও পুনঃ ফিরিয়া আসিয়া)
ভালকথা ভাই,
জিয়ে যদি রহি পুনঃ দেখা পাবে,
নচেৎ এই দেখা শেষ দেখা মোর

বালকসকলে—একি অন্যায় কথা বলিস্ ভাই,
কিছু নাহি বুঝি মোরা।
ভাই বৃষ, তোর মিষ্টি কথা গুলি,

বড় ভালবাসি মোরা,
মন তোরে ছাড়িতে না চায় ;
দিবানিশি হয় হেরিতে বাসনা। (নেপথ্যে গীত।)

৯ নং।

কোথারে জীবনধন,
বৃষকেতু বাপধন ;
তোরে না হেরিয়ে চোখে,
বিদরিয়ে যায় প্রাণ।
ঘুরে আমি পথহারা,
মাতা তোর অনাহারা ;
অন্নবাড়ি রাখিয়ে রে,
করিছে এবে রোদন।
বেলা যে বাড়িয়ে যায়,
আয় বাপ্ ঘরে আয় ;
খেলা পেয়ে ভুলে আছ,
ক্ষুধা কি রে নাহি পায়।
যাও বাপ ঘরে যাও,
তাপিত প্রাণ জুড়াও ;
জনকেরে দেখা দিয়ে,
শীতল কর পরাণ॥

বৃষ— ওই শুন ভাই, কাতরে পিতা ডাকে মোরে,
যাই তবে পিতার গোচরে,
তিষ্ঠিতে না'পারি আর।
যদি জিয়ে রহি পুনঃ দেখা হবে,
নচেৎ এই শেষ বিদায় মোর।

সকল বালক—পুনঃ সেই অমঙ্গল কথা,
না'চাহি শুনিতে মোরা;
শিশু তুই, তোর মুখে হেন ভাষ
নাহি শোভা পায়!
এস এবে, কাল যেন পাই দেখা।
বৃষ (স্বগত) দেখা পাবে শমন আবাসে।
(প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তাই হবে ভাই,
এবে গৃহে যাই।
(বৃষকেতুর প্রস্থান, ও পরে সকলের প্রস্থান।)
পটক্ষেপন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—০০—

পদ্মাবতীর গৃহ।

(পদ্মাবতী আসীনা, বৃষকেতুকে লইয়া কর্ণের প্রবেশ।)

কর্ণ— লও রাণী,
কোলে তুলি হৃদয়রঞ্জনে!
পদ্মা—(হস্ত-প্রসারণে) আহা মরি! আয় বাছা,
আয় কোলে হৃদয়ের ধন!
চাঁদ মুখে চুমু দিয়ে,
মা, মা, বলি ডাকি,
জুড়া রে তাপিত প্রাণ!

(বৃষকেতুর মুখে ঘন ঘন চুম্বন ও ক্রন্দন।)

বৃষ—(কোলে বসিয়া) কেন মা, কাঁদিস্ বার বার ?
খেলা সাঙ্গে এই ত এ'নু তোর কাছে।

পদ্মা—(স্বগত) বাপ্‌রে! প্রাণের জ্বালা তুই শিশু
কি বুঝ্‌বি বল ?

(প্রকাশ্যে) মনপ্রাণ কেন কাঁদে,
কেমনে কহিব বাছা ;
হায়! অভাগিনী জননী রে তোর! (ক্রন্দন)

বৃষ— কেন মা, কি হয়েছে ?
কেন বার বার কাঁদিস্ বল্‌না ?
না, বল্‌লে খাবনা।

পদ্মা—বাপ্‌রে! মা হয়ে সে নিদারুণ কথা তোর কাছে কেমনে বলি বল ? সে কথা বলা চুলোয় যাক্, মনে এলেও বুক্ ফেটে যায় রে! হায়! হায়! আর এ চাঁদমুখ কি দেখ্‌তে পাবো না! (পুনঃ ক্রন্দন।)

বৃষ—মা, স্পষ্ট বল্‌না, কি হয়েছে ? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনা।

পদ্মা—আর আমার মাথা মুণ্ড বুঝ্‌বি বাপ্!
(ক্রন্দন স্বরে) হে দীনবন্ধু! আজ এমন সোনার চাঁদ বাছাকে হারাব বলেই কি সুপ্রভাত হয়েছিল ? বাপ্‌রে! আজ কোথা থেকে এক রাক্ষুসে বুড় বামুন এসে তোর বাপের কাছে কথায় কথায় ভুলিয়ে স্বীকার করে নিলে যে, তোরে তার সামনে আমরা দু'জনে করাতে কেটে, মাংস রেঁধে তারে পেট ভরে খাওয়াব ; আর সে তোর শিশুমাংস খেয়ে অম্লান বদনে পেট ভরিয়ে যাবে!

এম্নি রাক্ষুসে বামুন যে পৃথিবীর এত খাদ্য সামগ্রী রয়েছে, তা আর তাঁর মনে ধর্‌লোনা, আমার বাছার মাংস খেয়ে তবে তৃপ্ত হবেন। ধন্য! তাঁর খাওয়ার রুচিকে বলি! আর বল্‌তো বাছা? আমিই বা কেমন করে এমন নিষ্ঠুর কাজে সম্মত হয়ে মত দিই; একি মা'র প্রাণে সয়!

বৃষ— (কীর্ত্তনাঙ্গে গীত নং ১০)

মাগো! বলি করোনা এতেক ভয়,
বিপ্রে আমার মাংস খাবে,
এটা কি সুখের নয়?
কাট পিতা শির আমার,
বিপ্রের আমি হ'ব আহার;
কেঁদোনা কেঁদোনা মাতা,
ধরি তব পায়॥

পদ্মা— একি কথা বলিস্ তুই বাছা;
ছ্যা! হেন অমঙ্গল কথা বল্‌তে আছে কি?

বৃষ—মাগো! সার্থক জনম মোর, সার্থক জনম তোর, সার্থক জনম আমার পিতার। কেননা, যে, বিপ্রে আমার মাংস আহার কর্‌বেন, তুমিও যে বিপ্রখাদ্য এহেন সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছিলে, পিতাও সার্থক কেননা, যে বিপ্রের পাদপদ্ম স্বয়ং ভগবান হরি যত্নে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন, তিনি সেই বিপ্রের কাছে প্রতিজ্ঞা করে আজ প্রতিজ্ঞা সাধনে মনস্থির করেছেন। মাগো! এর চেয়ে আমাদের সৌভাগ্য আর কি আছে? মা, আর কেঁদোনা! আমার হরি যে, বিপ্রও সে। বিপ্রের কথা তোমরা না রাখলে ঘোর পাতকী হবে, আর হরিও মহা রাগ কর্‌বেন।

মা, পিতাকে আর বাধা দিস্‌নে, তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে দেও। এতে তোমাদের কোন পাপ নেই, বরং হরি তোমাদের উপর বড়ই তুষ্ট হবেন। দেখ্ মা, ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে মলে, দেহ ক্রমী, ভস্ম, হতো, আমার কি জন্ম সফল, কর্ম্ম সফল যে, সেই দেহ আজ, ব্রাহ্মণ সেবায় লাগ্‌বে, এর চেয়ে পুণ্য, এর চেয়ে আনন্দ ধরায় আর কি আছে? পিতঃ! কোথায় সে বিপ্র? চলুন, শীঘ্র আমায় তাঁর কাছে বলি দিয়ে তোমার প্রতিজ্ঞা হতে মুক্ত হও, আর আমায়ও এ ভব যন্ত্রণা হতে মুক্ত কর।

পদ্মা— (বৃষকে আলিঙ্গন করিয়া ঘনং চুম্বন করিতেং)

বাপ্‌রে! একি! কথা বলিস্ তুই আজ,
মা'হয়ে কেমনে পারি হেন কাজ।
এই কি যাবার সময় তোর,
শেষ মার প্রাণে দাগা দিয়ে যাবি।

বৃষ— ১১ নং গীত।

মাগো! স্থিরচিত্তে শুন করি নিবেদন।
মায়াপাশে কেন শেষ হও নিমগন॥
অনিত্য সংসার, এ যে মিছে পরিবার;
কেহ নয় কার, সুধু হরিই আপন॥
সংসার কাননে (মাগো) দেখিবে সেখানে,
বিঘ্ন ক্ষণে ক্ষণে, থেক গো সাবধানে;
বিপুল তরাস তথা করে বিচরণ॥
পাতি মোহজাল, শেষ ঘটায় জঞ্জাল;
শিরি আসি কাল, লয়ে করে পলায়ন॥

যথা সুখলেশ নাই, দুঃখই সদাই ;
(মাগো) তনু ছাড়ি যাই, সেই সুখস্থান ॥

পদ্মা—হায়রে! অভাগিনীর বাছা! শেষ তোর পোড়া অদৃষ্টে এতই দুঃখ ছিল! কেন তুই অভাগিনীর গর্ভে জন্মেছিলি ; কেন এতদিন আমায় মায়াপাশে বেঁধেছিলি!
(উর্দ্ধনেত্রে) হে ভগবান! তোমার লীলা এজগতে কে বুঝিবে? কি পাপে এ অভাগিনী জননীর হৃদয়ে নিদারুণ পুত্রশোক দিবে! হায়! আমি ত, কোন দোষে দোষী নই! হে দেব! তোমায় আজীবন ভক্তিভরে পূজা করে শেষ পিতা, কন্যার প্রতি এতই নিষ্ঠুর হলে! (করজোড়ে) অহো! দারুণ ভ্রমবশে নারায়ণ! তোমায় কত কি বলেছি, কতই নিন্দা করেছি ; প্রভু! এ অধিনীর প্রতি কি নিতান্তই বিমুখ হলে! একবার কি কৃপাদৃষ্টি করবেনা! তবে আর কার জন্য ভাবি ; এজগতে কেহ কার নয়। এস বৎস! এস স্বামিন্! তোমাদের দু'জনার মনপ্রাণ শীতল করগে যাও ; আর বাধা দিবনা।

কর্ণ—প্রিয়ে! এস শীঘ্র, বিপ্রের কাছে যাই। নচেৎ রাগান্বিত হয়ে শাপ দিয়ে চলে যাবে। ওই শুন, বজ্রনাদে বিপ্র কিবা বলে। (নেপথ্যে উচ্চরবে।)

এস রাজা। কাট শিশুশির ;
বল, নহে চলি যাই গৃহে।

কর্ণ— প্রভু! ক্ষম অপরাধ ; (উচ্চকণ্ঠে)
তথা যাইগো সত্বর।
এস বৎস! কালদিন,
আইল রে তোর।

এস রাণী, ধৈর্য্য ধরি পশ্চাতে আমার ।

(কর্ণের বেগে প্রস্থান ।)

বৃষ— মা ! মা ! থাম একবার,
শেষ নিবেদন করি শ্রীচরণে ।
মাগো ! সংসারের মায়ামাথা,
মা'বলা আমার ফুরাইল এতদিনে !
মাগো ! অশেষ যন্ত্রণা দি'ছি তোরে,
গর্ভে ধরি পেয়েছিস্ কতই যন্ত্রণা,
ভুলে যা'মা[illegible]ন সব ।
দে তুলি চরণ শিরে, আহা ! ও চরণযুগ
এই শেষ দেখা মোর !
বৃষ রে,
একবার জন্মের মত,
মা ! মা বলে ডাক !
মা, মা, আর নয়—আর—নয় ;
হইল বেলা বিদায় দে'মা ?
অন্তিম প্রণাম তোর পায়,
স্নেহের বৃষ তোর যায়,
মা—মা—অন্তিম বিদায় !
মাগো ! অন্তিম কালে,
তুলসীমালা দিও গলে ;
হরিনাম দিও তালে তালে,
মাগো ! এই মম শেষ নিবেদন !

পদ্মা— (কোলে তুলিয়া ঘন ঘন চুম্বন)

আয় বাপ্! শেষ দেখা দেখি ভাল করে।
ভাল করে চা'রে মুখ পানে!
অন্তিম সময় হায়! আইল রে তোর,
শেষ দেখা দেখি ভাল করে!
(উন্মত্তভাবে) না, না, আর ভুলিবনা;
ওই যে চলে গেল;
আর ত এ'লোনা, আস্‌বেও না!
ধন্য মায়া! তোমার কৌশল,
লক্ষ লক্ষ জীবে ফেল ত[illegible]জালে।

(বৃষকে ফেলিয়া, উন্মত্তভাবে বেগে প্রস্থান।)

বৃষ— (করতালি দিতে২)

১২নং গীত।

হরিহে, আমার মনসাধ পুরাও এবার,
আর ভব ঘোরে ফেল না হে বারেবার॥
(হরিহে) তোমার দয়াগুণে, এ ভক্ত জনে,
অন্তিমেতে করিও উদ্ধার।
তোমার ওই বিপদতারণ, মধুসূদন,
নামে যেন তরে যাই ভব পার॥ (বৃষকেতুর প্রস্থান)

পটক্ষেপন।

চতুর্থ অঙ্ক।

—*০০০*—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সভাগৃহ।

একাকী বিপ্র আসীন।

হরিধ্বনি করিতে করিতে বৃষকেতু, তৎপশ্চাৎ পদ্মাবতী ও অস্ত্রধারী কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ— লহ দেব,
আনিয়াছি সন্তানে আমার।
(বৃষপ্রতি) বৎস! প্রণিপাত কর ভক্তিভাবে,
এ বিপ্রের চরণে।
মুক্তিপথ তবে সুনিশ্চয়
পাইবে অন্তিমে।
স্মর এই বেলা শেষ,
নিজ ইষ্টদেব, আর আত্মীয় স্বজনে;
কালদিন আইল রে তোর।
(বিপ্র প্রতি) মায়া, মোহ দেব, দিছি বিসর্জ্জন।
সত্বর আদেশ বিপ্রবর,
সস্ত্রীক পালিতে আদেশ;
আসিয়াছি তব ঠাঁই।

বৃ বিপ্র— দেখ, কর্ণ মহারাজ!
ধন্য তবে পাবে,
কাতর না হবে;
হাসি মুখে কাট শিশুশির।

মুণ্ডসহ মাংস রান্ধি পরে,
সত্বর করা'ও ভোজন।
শীঘ্র লহ কার্য্য সারি ;
হয়েছে বিষম বেলা।

কর্ণ— শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব।
(অস্ত্রগ্রহণ ও শিশু প্রতি) বৎস !
শির পাত বিপ্রপদে।
এই শেষ দেখা দেখে লও সবে।

বৃষ— পিতঃ! নিবেদন এই শেষ মম,
কিছু কাল স্থিরভাবে রহ,
স্বকার্য্য সারিয়ে লই।
(বিপ্রের প্রতি) দেও বিপ্র শ্রীচরণ শিরে।
দুর্লভ রা'তুল চরণ ওই !

বৃষ— হরি বোল—বোল হরি বোল !
(বিপ্রের পদধূলী সর্ব্বাঙ্গে মোক্ষণ।)
(পিতার প্রতি) পিতঃ! জন্ম, মৃত্যু, আছে'ত সবার !
মৃত্যুঞ্জয় কেহ নয় ভবে।
তবে, কি ভয় মরণে ?
মৃত্যুভয়ে ভীত পাপীজন।
জানি, জন্মিয়াছি যবে,
এক কাল মরিতেই হবে;
তবে অগ্র আর পশ্চাৎ ;
এই মাত্র ভেদ।
সে ভয় কেন করি অকারণ।

এ ত পিতা, সুখের মরণ মম ;
যে বিপ্রের পদচিহ্ন,
স্বয়ং ভগবান্ হরি,
সযতনে ধরিলেন হৃদে ;
যাঁর মান আপনি শ্রীহরি,
সবার অধিক রাখেন সম্ভ্রমে ;
যাঁরা চারি বর্ণের,
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বর্ণ মহীতলে,
এহেন বিপ্র দেবসমতুল্য জানি,
হেন মহামান্য বিপ্রজনের
আজি প্রসাদ হইবে দাস,
দীন পা'ব বিপ্রের চরণে,
ইহাপেক্ষা কিবা সুখ আছে !

(মাতারপ্রতি)

মাগো ! এই বেলা রাখ শেষ কথা।
মনে কি পড়েছে তোর ?
দে মা হরি নাম ছাপ গায়ে,
নামাবলী বেঁধে দে মা শিরে,
দে মা, তুলসীদাম গলে ;
মন্ত্র সাধে দে মা, তিলকরেখা কেটে ;
তালে তালে সেই সাথে,
হরিনাম বল বদন ভরে।
প্রাণপাখি উড়িবে যখন,
তবে হরিধ্বনি করিও তখন !

হরিধ্বনি একবার দে'মা এখন ;
শুনি সুখে, জুড়াই জীবন।

পদ্মা— (হরিধ্বনিসহ বৃষের আজ্ঞামত সমস্ত করণ)
হরি বোল !—হরি বোল ! (হরিধ্বনি।)

বৃষ— আহা ! আজি সার্থক জনম মম।
পিতা ! বহুকষ্ট এতদিন তুমি
পাইয়াছ মম হেতু,
কিন্তু আজি হতে আর'না
ভুঞ্জিতে হইবে কভু।
মার্জ্জনা করহ দাসে,
প্রণিপাত করি শ্রীচরণে !
অন্তজ সন্তানে রাখিও মনে।
মাগো ! মায়া মাখা মা'বলা আমার
ফুরাইল এতদিনে !
মা ! বিদায় দে'মা মোরে ?
মাগো ! তুইও মা শ্রীচরণ দে'শিরে।
আহা ! দশমাস দশদিন,
জঠরে ধরিয়ে মোরে,
না জানি পেয়েছ কতই যন্ত্রণা ;
মাগো ! ভুলে যা'এবে সে সব।
মাগো ! আসি তবে এবে। (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত)
(পিতার প্রতি) পিতা ! এইবার,
শ্রীহরি ধেয়ানে বসি।
কার্য্য শেষ কর এইবার।

হরি! হরি! হরি! লও শ্রীচরণে।

কর্ণ— শ্রীহরি! অন্তিমে শ্রীচরণে
রাখিও সন্তানে।
আমি মহাপাপী পুত্রঘাতি জন,
দয়াময়!
হবে কি উদ্ধার কখন!
সাক্ষী দেবগণ, সাক্ষী বিপ্রবর,
সাক্ষী চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা,
সাক্ষী হরি, সাক্ষী মাগো তারা;
রক্ষিতে বিপ্রের মান,
সন্তানে করিনু খান,
অপরাধ কিছু ল'ওনা দাসের।
জয় মা ভবানী কালি!

(বৃষকেতুর মস্তকে করাতাঘাত ও মস্তকচ্ছেদ।)

মুণ্ড ভূমে পড়িয়া—হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!
হরি! হরি! হরি! (মৃত্যু।)

কর্ণ ও পদ্মা—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) একি অপূর্ব্ব ঘটনা।
দেব মায়া কিছু বুঝিতে না'পারি।
কাটা মুণ্ড হরিবোল বলে।
হায়! এতক্ষণে মুক্তি পেয়ে গেল।

বৃঃ বিপ্র— ধন্য! ধন্য! বৃষকেতু!
পুণ্য জন্ম তোর!
ধন্য! ধন্য কর্ণ মহারাজ!
ধন্য! সতী পদ্মাবতী তুমি!

অক্ষয় সুকীর্ত্তি রাখিলে ধরায়।
মাগো, পদ্মাবতী!
কি আর দেখিছ এখন,
ভেবোনাকো আর,
পুত্র আত্মা তব গিয়াছে নিশ্চয়,
শান্তিময় বৈকুণ্ঠ আশ্রমে।
যাও মা, যাও অন্তঃপুরে,
বেলা বাড়ি যায়,
মাংস রান্ধি আনি,
সত্বর করাও ভোজন।
যাই, কিছু জলযোগ করি,
বিশ্রাম করিগে অন্যগৃহে।

পদ্মা ও কর্ণ—শিরোধার্য্য আজ্ঞা প্রভু। (সকলের প্রস্থান)

পটক্ষেপন।

পঞ্চম অঙ্ক।

—*০*০*—

প্রথম দৃশ্য।

রন্ধন শালা।

(পদ্মাবতী রন্ধন কার্য্যে রত, দাসী আপন কার্য্যে মগ্ন।)

পদ্মা—রান্না ত প্রায় শেষ হলো; আহা! কোন প্রাণে বাছার মুণ্ডটী অম্বল রেঁধে বামুনকে দিব। না, তা ত হবেনা, মা হয়ে তা অত নিষ্ঠুর হতে পারবোনা! (বৃষের ছিন্নশির বারম্বার দর্শন)

বাপ্‌রে আমার! কোথা গেলি ধন, দুঃখিনীরতন, এই কি যাবার সময় বাপ্! আহা! বাবা আমার যেন ঘুমুচ্চে; উঠ, বাপ উঠ; আর কি তোর্ ঘুম ভাঙ্গবে না। হায়! হায়! কি বলি, যে শমনাবাসে যায় সেকি ফেরে। হায়! বাছার আমার বড় বিয়ের সাধ ছিল; বউ, বউ, করে কোলে ঝাপিয়ে আস্‌তো! পোড়া কালের তাও সৈলনা; আহা বাছার সাধ পুরলো না; রাঙ্গা বউ নিয়ে একদিন আমোদ আহ্লাদ কত্তে পেলেনা!

(গুমরে২ ক্রন্দন।)

দাসী—ওকি ঠাক্‌রুণ! রাঁধ্‌তে২ কান্না কেন? চখের জল মুছে ফেল; সারাদিন অমন করে কাঁদ্‌লে যে মারা পড়্‌বে! যা যাবার তা গেছে; তার সময় হয়েছিল, চলে গেল! তার জন্যে দিন দিন কাঁদ্‌লে কি ফিরে পাবে! অমন করে কাঁদ্‌লে খাবারে চক্ষের জল ফেল্লে সব রান্না নষ্ট হয়ে যাবে। শেষ হিতে বিপরীত ঘটাবে; জান ত কেমন বামুন; একেবারে স্ববংশে ভস্ম করে যাবে। বাপ্‌রে বাপ্, সে বামুনটাকে দেখ্‌লেই আমি আঁত্‌কে উঠি। যেন কিম্ভূত কিমাকার, একটা রাক্ষস বা ব্রহ্মদৈত্য।

রাণী—(সুস্থ হইয়া) চুপ্২, শুন্‌লে ঝাড়ে বংশে রাখ্‌বেনা। দাসী! একটা কাজ করি কাউকে যেন বলিস্‌নে।

দাসী—কি কাজ মা বলনা?

রাণী—দেখ্, মা হয়ে বাছার মাথা কেমনে রেঁধে দি, তাই ভাব্‌চি। ঐ সিন্দুকে লুকিয়ে রাখি যেন কাউকে বলিস্‌নে।

তবু দিনান্তে বাছার মুখ্‌টী দেখে শীতল হব! রান্না ত শেষ হলো; এখন রাক্ষুসে বামুন এলে যে বাঁচি; বড় বেলা হয়ে গেল। তাঁর কি! পেট ভরিয়ে ত চলে যাবেন।

দাসী—তা, বটেইত। যাই মা দেখে আসি, সে বুড় রাক্ষুসে বামুন কোথায় আছে। থাকে ত, রাজা মহাশয়কে বলে শীঘ্র খাইয়ে বিদেয় করে দি। ও যে, বেরুলে বাঁচি!

পদ্মা—আয় বাছা, শিগিগ্‌র আসিস্‌। (দাসীর প্রস্থান।) (মুণ্ডটা সিন্দুকে রাখিয়া) হায়! মুণ্ডটী মধ্যে২ দেখ্‌লেও আমার প্রাণ জুড়ুবে। এ যে লুকালেম বামুনত জান্‌তে পারেবেনা। যাই কতক্ষণ আর হাপিত্যেস্‌ করে থাক্‌বো, কাপড়টা ছেড়ে নেয়ে ফেলিগে। খাবারটা নষ্ট হবে, দরজা দিয়ে যাই।

(পদ্মাবতীর প্রস্থান)

পটক্ষেপন।

পঞ্চম অঙ্ক।

—০০—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দরদালান।

(অন্ন ব্যঞ্জনাদি সজ্জীভূত, কর্ণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান।)

বৃদ্ধ বিপ্রের প্রবেশ।

কর্ণ—এস দেব, এস সমস্ত--

বৃ-বিপ্র—যথেষ্ট হয়েছে, আর মহারাজকে বেশী লৌকত্ত করতে হবেনা! এদিকে গরিবের নাড়ী জলে যায়। বলি, আহারাদি সমস্ত প্রস্তুত হয়েছে ত?

কর্ণ—ঐ দেখুন বিপ্রবর, সমস্তই প্রস্তুত—কেবল আপনার আগমনের অপেক্ষা।

বৃ-বিপ্র—বটে,—ভাল, ভাল !

কর্ণ—একে অধিক বেলা হয়েছে, পিত্তি পড়েচে, তায় বৃদ্ধমানুষ কষ্ট হয়েছে, সুতরাং কিঞ্চিৎ রুষ্ট হবারই কথা। তা, মহাশয় কিছু মনে করবেন না, অধীনের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। দাঁড়িয়ে কেন কষ্ট পাচ্চ্যেন ; আহারে বসুন।

বৃ-বিপ্র—হাঁ৷ বসি। তবু ভাল যে সমস্ত দিন চিংড়ি পোড়া করে, এতক্ষণে বুড় বামুনটার প্রতি দয়া পড়েছে, সেই যথেষ্ঠ।

(আহারে উপবেশন)

কর্ণ—মহাশয়, সে আমার দোষ নয়, অদৃষ্টের !

বৃ-বিপ্র—বাঃ, এযে সব ঠিক্ঠাক্ দেখ্ছি। আজ অতিথিসৎকার করে মহাপুণ্য, ধর্ম্মলাভ কর্বেন। তায়, যে সে অতিথি নয়, একে দ্বাদশী তিথি, তায় অনাহুত বৃদ্ধবিপ্র অতিথি। পুণ্য, তা যথেষ্ট হবে। জয় হৌক রাজা, জয় হৌক ! ধনে, পুত্রে, লক্ষ্মী-লাভ হবে।

কর্ণ— (স্বগত) এ কি রকম আশীর্ব্বাদ জানিনা ! "চোরকে বলেন চুরি কত্তে নিজে হন সাধু," এ যে ঠিক তাই। মুখে বল্চেন ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক ; ওদিকে পুত্রটীকে আস্ত গিল্তে বস্লেন ; পুত্রলাভ ত কেমন হ'ল আবার লক্ষ্মীলাভ শুনে ভয় হয় যে ! আর আশীর্ব্বাদে কাজ নেই ! এদিকে আমার ঘরের লক্ষ্মীকেও আধমরা করে তুল্ল্যেন ; এখন বজায় থাক্লে বাঁচি, আর লাভালাভে কাজ নেই। (প্রকাশ্যে।) সে আপনার আশীর্ব্বাদে। এ দাস চিরকালই অতিথি-সৎকারে নিযুক্ত ; উহা আমি পরম সৌভাগ্যের বিষয় জ্ঞান করি।

বৃ-বিপ্র—বেস, বেস ! (আহার করিতে গিয়া বিরত ও উঠিতে উদ্যত।)

তাই তো ভাল কথা। একি! তোমায় যে আমি তখন বলেছিলুম "শিশুর মুণ্ডে অম্বল রাঁধায়ে রাখবে," তা কৈ? আমার সঙ্গে পরিহাস! তবে এই পর্য্যন্ত উঠলেম।

(আসন হইতে ক্রোধে উত্থান।)

কর্ণ—তাইত, কি হোল? দেখ্তে পাচ্চিনা বটে! জিজ্ঞাসা করে আসি? রাণী বুঝি দিতে ভুলে গেছে! প্রভু! অধমের প্রতি নিদয় হইবেন না; এতে আমার অপরাধ কি! বসুন—বসুন। দেখি, এ কিসে কি হলো! (গমনোদ্যোগ।)

বিপ্র—না, না, আর যেতে হবেনা। আমি সব বুঝ্তে পেরেছি। আমায় বুড় বলে বার বার পরিহাস, বার বার চাতুরী! এবার ঝাড়ে বংশে নিকেশ কর্‌বো; চাতুরীর প্রতিফল দিচ্চি রোসো! (রাগে কম্পমান।)

কর্ণ—বিপ্রবর! তোমার চরণ স্পর্শে বল্‌চি চতুরতা কিছুই জানি না।

বৃ-বিপ্র—যা হয়েছে তা আমি সবই জান্‌চি; তোর্ তাতে দোষ নাই বটে; নচেৎ আজ আর নিস্তার রাখ্‌তুম না। যা, অন্তঃপুরে রাণী মুণ্ডটী সিন্দুকের ভিতর স্নেহবশতঃ লুকায়ে রেখেছে, আর অর্দ্ধদণ্ড সময় দিলাম, ভাল চাও ত, মুণ্ডটী অম্বল রেঁধে নিয়ে এস; আমি কিঞ্চিৎ কাল বাহিরে বিশ্রাম করিগে। কিন্তু এই শেষ মার্জ্জনা জানিও, এবার নিরাশ হলে সর্ব্বনাশ নিশ্চয় ঘটিবে। আর ভাল কথা, দুইখানি পাত মজুত থাকে যেন।

কর্ণ—দেব! অপরাধ যদি না ধরেন জিজ্ঞাসা কিছু করিতে পারি কি?

বৃ-বিপ্র—সচ্ছন্দে।

কর্ণ—আপনি ত একা মানুষ, তবে দু'জনার পাত করতে আজ্ঞা দিলেন; আর একজন কে? তাই বলচি।

বৃ-বিপ্র—সে তখনই দেখতে পাবে। কি জান, আমি ত একলা খাইনে। ছেলে পুলেকে খাইয়ে তবে খাই।

কর্ণ—কোথায় এখানে ছেলে পাবেন?

বৃ-বিপ্র—কেন এদেশের কি কাহারও ছেলে নেই; তারা কি রাস্তায় খেলতেও বাহির হয় না? আমার আজ্ঞা, রাস্তায় তখন যে ছেলে পাবে ধরে নিয়ে এসো। এখন তবে আসি, তুমিও যাও।　　পটক্ষেপন।　　(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

বহির্বাটীস্থ ক্ষুদ্র গৃহ।

(দুইটী পাতে অন্নব্যঞ্জনাদি সজ্জীভূত। যথাস্থানে দাস দাসীগণ দণ্ডায়মান।)

বৃদ্ধবিপ্র ও মন্ত্রির প্রবেশ।

মন্ত্রি—　　হের প্রভু, সকলি প্রস্তুত,
অপরাহ্ণ সমাগত এবে,
বসুন আহারে।

বৃ-বিপ্র—　　মন্ত্রি, বসিব ত বটে।
ভাল কথা রাজা কোথা গেল?

মন্ত্রি—　　অতিথি সৎকার ভার দিয়া প্রভু মোরে,
তোমা হেতু গিয়াছেন শিশু অন্বেষিতে।

আর নাহি বিলম্ব অধিক,
এতক্ষণ আসিয়াছেন পথে ;
প্রভু ততক্ষণ বসুন আহারে।

বৃ-বিপ্র— জান, মন্ত্রি! আমি শিশু বড় ভালবাসি ;
আসুন প্রভু তব,
পরে শিশুসনে করিব আহার।

মন্ত্রি— ভাল, যথা আজ্ঞা প্রভু।

[নেপথ্যে পদশব্দ ও মন্ত্রির কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া]

ওই হের প্রভু,
শিশু লয়ে আনন্দে আসেন রাজা।

(স্বগত) একি! দেবমায়া! নিশ্চয় এ বিপ্র,
ছদ্মবেশী দেব কোন জন!
নহে মৃত পুত্র কিরূপে বাঁচিল!
ও যে বৃষকেতু রাজপুত্র হেরি ;
সকলি বিধির লীলা!

(বিপ্রের আহারে উপবেশন ও অন্নাহার ; বৃষকেতুকে লইয়া রাজা কর্ণের প্রবেশ।)

বৃ,বি— পরিতৃপ্ত হৈ'নু রাজা,
সুধাসম হয়েছে রন্ধন।
ধন্য! সতী পদ্মাবতী,
ধন্য! দাতারাজ তুমি।
রাখিনু প্রসাদ তো'সবার তরে,
(উদরে হস্ত দিয়া) যথেষ্ট হয়েছে, আর নাহি পারি,
করিতে আহার। (গাত্রোত্থান।)

কর্ণ— যথা আজ্ঞা প্রভু।

(দাসের প্রতি) দেও বিপ্রহস্তে বারি।
(মন্ত্রি প্রতি) মন্ত্রিবর, যাও তুমি স্বকার্য্য সাধনে। (মন্ত্রির প্রস্থান)
বৃ,বি— (হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া, বিশ্রামার্থে উপবেশন।)
(শিশুর প্রতি) আয় শিশু খাবি আর,
প্রসাদ রেখেছি ওই তোর তরে।
কর্ণ— যাও বৎস, বিপ্র আজ্ঞা করগে পালন।
(স্বগত) এনহে সামান্য বিপ্র,
নিশ্চয় এ ছদ্মবেশী দেব কোনজন;
যার তরে পুনঃ পে'নু হারাধন মম।
ধন্য, ধন্য, বিধিলীলা?
বৃষ— পিতঃ! সার্থক জনম মম,
পুনঃ পে'নু হেরিবারে,
তব আর, এ বিপ্র শ্রীচরণ।
পুনঃ যাই অন্তঃপুরে, বড় আশা মনে,
হেরিবারে মাতৃশ্রীচরণ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা গিয়াছে পলায়ে,
হেরি ওই বিপ্রপদ।
পিতঃ! যাই এবে অন্তঃপুরে
ফিরি আসি করিব আহার।
কর্ণ— ভাল, যাও বৎস অন্তঃপুরে;
সাথে লয়ে আসিও মাতায়।
(বিপ্রপ্রতি) প্রভু, তোমারি কৃপায়,
পাইয়াছি জীবনের ধন!
আজি সৌভাগ্য উদয় মম।

চল প্রভু, সভাগৃহে এবে,
অতুল রতন দিব'গো দক্ষিণা। সকলের প্রস্থান।

পটক্ষেপন।

—০০—

পঞ্চম অঙ্ক।

—০০—

চতুর্থ দৃশ্য।

পতাকায় ও মাল্যে সুসজ্জিত সভামন্দির।

(রত্নসিংহাসনে বিপ্র আসীন; পার্শ্বে অন্য এক খানি সিংহাসন স্থাপিত, তৎসম্মুখে কর্ণ করজোড়ে দণ্ডায়মান চতুর্দ্দিকে পাত্র মিত্রাদি, দণ্ডধর, ছত্রধর, ও সভাসদ্গণ ইত্যাদি যথাস্থানে স্থিত।)

(বৃষকেতুর গীত গাহিতে২ প্রবেশ।)

বৃষ— (কীর্ত্তনাঙ্গে গীত নং১৩।)
আহা! এমন প্রসাদ আর পাবনা,
আর খাবনা হে।
আমার প্রাণের ক্ষুধা ঘুচে গেছে,
এ যে সুধার সুধা খেয়ে হে।
বাবা, বেলা হ'ল এসনা খেতে,
এমন প্রসাদ আর পাব'না হে,
(এতে) ভবের ব্যাথা ভবের ক্ষুধা,
ও প্রসাদ খেলে থাকেনা'হে॥
বাবা, বেলা গেল এসনা খেতে।
মা যে আহা! সেই অমৃত প্রসাদ নিয়ে
তোমার জন্যে বসে রহেচেন। কখন যাবে?

কর্ণ— বৎস! নাহি আর বিলম্ব অধিক,
কহ গিয়া মাতারে তোমার,

বিপ্রে দিয়া প্রচুর দক্ষিণা,
বিদায় করিয়া পরে যাইতেছি তথা।
তুমিও যাও আনন্দে খেলিতে,
আজ সঙ্গিগণসনে তব ক্রীড়াস্থানে।

বৃষ—আহা! যেখানে গিয়েছিলুম, বাবা! সে স্থান কেমন সুন্দর, কত সঙ্গীই সেখানে আস্‌তো, কেমন আহ্লাদেই সেথায় ছিলাম, তেমন আর পাবনা! আহা! হরি কত আমাদের সঙ্গে খেল্‌তেন! কতই ভাল বাস্‌তেন তা আর কি বল্‌বো। পিতা, যাই তবে খেলিতে কাননে, ওই হের অদূরে সঙ্গীদল।

(বৃষকেতুর প্রস্থান।)

(নেপথ্যে শঙ্খবাদ্য ও হরিধ্বনি।)
হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

কর্ণ—　(বিপ্রের চরণ ধরিয়া)
প্রভু! আর কি ভুলাতে পার?
দেব! আজি কিবা সৌভাগ্য আমার।
তোমারি কৃপায় ফিরে পে'নু পুত্রধনে,
হের হে নয়নে, আনন্দিত মনে
তেঁই করে সবে সুধাময় হরিনাম।
এতদিন ভ্রম জালে ছিনু হে জড়িত,
এবে প্রভু, তোমারি কৃপায়, কা'টিনু সে জাল;
জ্ঞানচক্ষু ফুটেছে আমার! অপূর্ব্ব ঘটনা,
শিশু মুখে শুনিনু সকল,
তেঁই, নিজ মুখে তব শুনিতে বাসনা,
বিস্ময় না মানে মন, তেঁই, ধরি শ্রীচরণ,
অধমে কর'গো মার্জ্জনা

বিতরি করুণা, এবে ভণ্ডাওনা,
কহ ছদ্মবেশে কেবা তুমি মহাজন ?
পরীক্ষিতে মোরে বুঝি,
ছল খেলা খেল সে কারণ ?

বৃ- বিপ্র— ভক্তরে! ব্যাথা দিতে ব্যাথা পে'নু হৃদে!
আর ব্যাথা হবেনা সহিতে।
মুদ আঁখি দুটি, জ্ঞান চক্ষে হের,
এবে, কেবা আমি।

কর্ণ— (চক্ষু মুদিয়া ধ্যান চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হেরিয়া বিপ্রের পদতলে পড়িয়া) হরি! হরি, দয়াময় প্রভু!
ভক্তে, এত বিড়ম্বনা!
আর ত সহেনা নিদয় হয়োনা!
প্রভু, এখন কি মনসাধ পুরেনি তোমার ?
এখন কি পরীক্ষার আছে নাকি শেষ ?
ধন্য, লীলাময়! কে'বুঝে তোমার লীলা!
ধন্য রে নয়ন, ধন্য! প্রাণ, মন,
দ্যাখ্‌রে মন ভক্তি ভরে,
নব জলধর, শ্যাম কলেবর,
পীতবাস চুড়াধরা পরা,
নীলাম্বর বেশে চতুর্ভুজে,
শান্তি করে বিতরণ।
প্রভু! প্রণিপাত করি শ্রীচরণে,
অধমেরে ত'রিও অন্তিমে। (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত)

জনান্তিকে) কোথা রাণী, এস এসময়!
ছদ্মবেশে দয়াময় উদয় এখানে!

আমা দোঁহাকার,
অজ্ঞান তিমির ঘুচিল এবার।
এস, প্রণিপাত কর শ্রীচরণে;
মুক্তি পথ পাইবে অন্তিমে।

(বেগে রাণীর প্রবেশ ও বিপ্রের চরণে পতিত।)

রাণী— প্রভু! এতদিনে মনোবাঞ্ছা পুরিল আমার;
ফিরি পে'নু দুঃখিনীর ধন।
কিন্তু দেব, একি লীলা তব,
ভক্তে কেন এত বিড়ম্বনা?
লীলাময়! হায়! কে বুঝে,
তোমার লীলা এ সংসার মাঝারে।
হরি, দয়াময়! হওনা নিঠুর,
ঢালহে করুণা ভক্তগণে।
দয়াময়! এই কি দয়ার কাজ?
ভক্তে বার বার কেন হে কাঁদাও,
কিবা সুখ পাও তাহে তুমি?
শুন হে কাণ্ডারী, ভক্তদুঃখে,
পাওনা কি ব্যথা একবার!
ধন্য লীলা তব লীলাময়।

বিপ্র— আর না, যথেষ্ট হয়েছে রাণী।
উঠগো কল্যাণী,
আর নাহি দুঃখ ভুঞ্জিবে জগতে।
কিন্তু কেন বৃথা গঞ্জ মোরে?
ছিলে মায়াঘোরে অচেতন,
এতক্ষণে কি পাইলে চেতন?

দেখ রাণী দোষী নই আমি,
পূর্ব্বে দৈববাণী কথা স্মরগো অন্তরে,
কহেছিনু দেখা পাবে মোরে,
বিপ্রবেশে তোমারি দুয়ারে,
এই হের সেই বিপ্রবেশ।
কহ কি দোষ আমার ?

রাণী— লীলাময়! এও এক লীলা তব।
বার বার কেন কর হে ছলনা ;
জানি হে কাণ্ডারী,
তুমি ছলখেলা বড় ভালবাস,
তেঁই দেও ভক্তে হেন ব্যাথা।
এবে মিনতি আমার,
বিনিময়ে তার,
দেখাও সে পথ, যাহে ঘুচে ভব ব্যাথা ?
আর ব্যাথা দিওনা দয়াময়!

বৃ;বি— রাণী, ব্যাথা দিই ব্যাথা পাব বলে ;
আমি ভক্তে বড় ভালবাসি,
তেঁই ভক্তে লয়ে করি নানা খেলা ;
লীলাময় তেঁই নাম মম।
আর ব্যাথা হবেনা সহিতে
ভব ব্যাথা ঘুচাব তোমা দোঁহাকার,
অন্তিম সময়ে যবে করিবে স্মরণ।

(রাজার প্রতি) রাজা! তোমারি কারণ হেন ছদ্মবেশ।
জাননা নরেশ নিজদোষে,
ভুঞ্জিলে এহেন দুঃখ ;

সেকারণ দোষী নই আমি।
পে'লে ব্যাথা শুন কি কারণঃ---
অতি দান অতি ভক্তি কিছু ভাল নয়,
দুঃখ না পাইলে কভু সুখ নাহি মিলে।
বলির বিভ্রাট কথা স্মরহে অন্তরে
তেঁই পরীক্ষার হেতু দি'নু ব্যাথা।
রাজা, এবে পরীক্ষা আমার হ'ল সমাপন,
যাই তবে স্বস্থানে আপন। (গমনোদ্যোগ।)

রাজা—(বাধাদিয়া) আহা! ভক্তে ছাড়ি কোথা যাও প্রভু?
(পদে ধরিয়া) পেয়েছি রাতুল চরণ,
আর ছাড়িব না, পারি হে ছাড়িতে
যদি দেখা দাও নিজরূপে।

বৃ,বি— ভাল মনসাধ পুরাব তোমার।

রাণী— লীলাময়, লীলা ত্যজি,
যুগল রূপেতে দেখা দাও প্রভু।
প্রাণ, মন, করি হে সার্থক,
ভবব্যাথা আর না পাইব দোঁহে।
হরি, দীনবন্ধু! দেও দেখা নিজরূপে।

বৃ,বি— ভক্তিভরে দোঁহে মুদ আঁখি,
আসি তবে স্বস্থানে এখন।
যুগল মূরতি মম, তোমা দোঁহে
পাইবে হেরিতে তবে বিমানে তখন।

রাজা ও রাণী—যথা আজ্ঞা প্রভু। (বৃদ্ধ বিপ্রের অন্তর্ধান।)
এস তবে প্রণিপাত করি শ্রীচরণে।

দৈববাণী।

"ভক্তরে! বিমানে হের মম

যুগল মূরতি।"

"ধন্য সতী, ধন্য কর্ণ মহারাজ"। ঘন২ পুষ্পবৃষ্টি।

পটপরিবর্ত্তন॥

জ্যোতিঃ প্রকাশ, ও শূন্যে যুগল মূরতি।

১৩নং মিলন সংগীত।

রাজা ও রাণী—(করজোড়ে)

দেব নারায়ণ!
আজি হেরি যুগল মিলন,
জুড়াইল মনপ্রাণ,
ঘুচিয়াছে সকল সন্তাপ;
সফল হইল এবে মনের বাসনা।

১৪নং মিলন সংগীত।

মনের সাধে দেখরে আঁখি যুগল মিলন।
নীরদে চপলা খেলে,
কিবা শোভা অতুলন॥
বামে রাধা কমলিনী, আহা কিবা মনোমোহিনী
(হেরি) পূর্ণশশী কৃষ্ণচন্দ্রে জুড়াইল মন॥
ত্রিভঙ্গ হে নটবর, করেতে বাঁশরি ধর,
বঙ্কিম আঁখিতে হের শ্রীরাধাফুল্লবদন॥

সকলের প্রস্থান॥

যবনিকা পতন॥

সম্পূর্ণ॥